প্রবাসী

PEOPLE AND PASSION BEYOND BOUNDARIES!

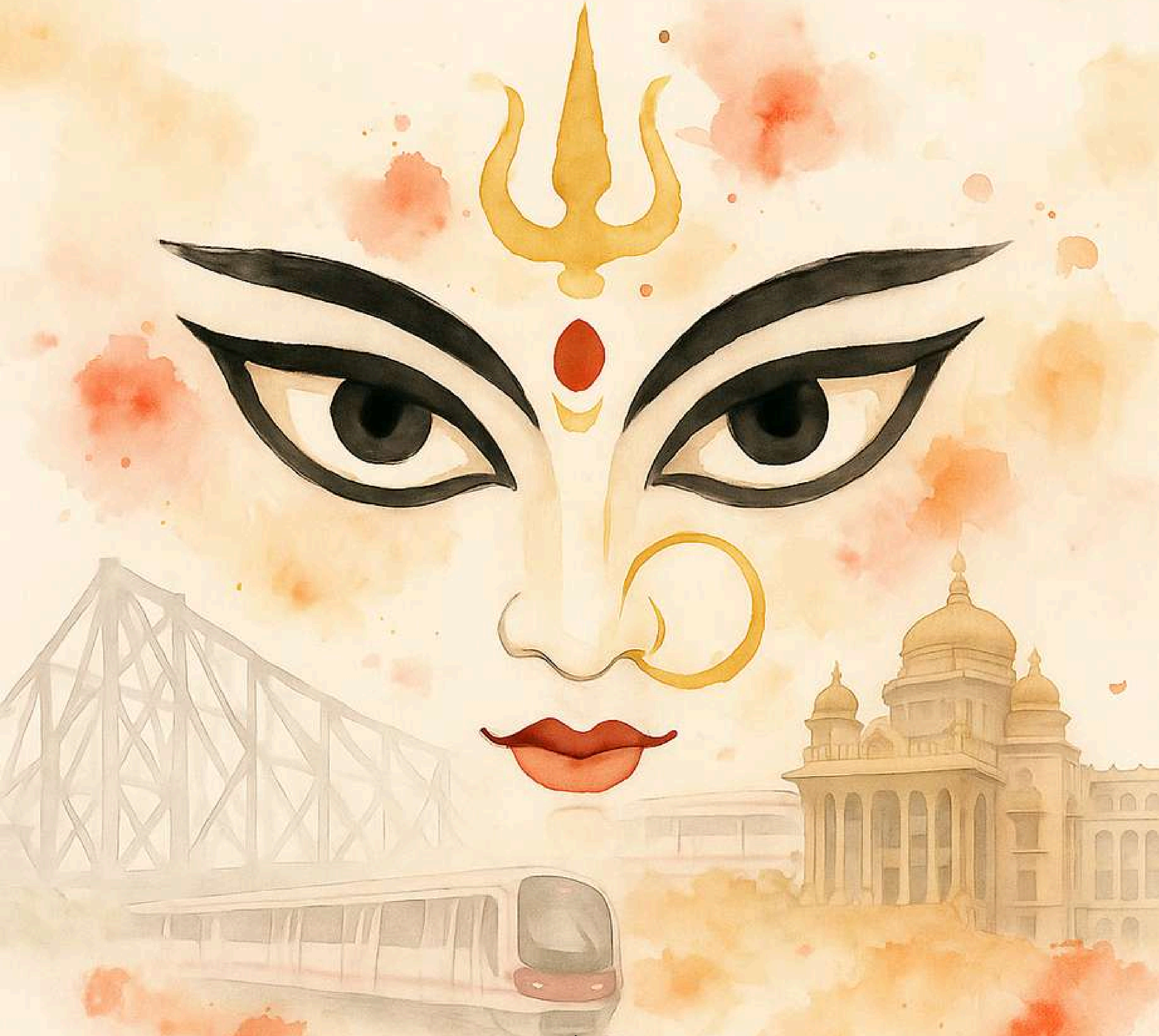

বেঙ্গালুরুর দুর্গা পুজো ২০২৫!

www.BongTales.co.in

PUBLISHED BY: BONG TALES FROM BANGALORE

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় : সিদ্ধার্থ সাহা : পৃষ্ঠা 3

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন দুর্গাপুজো;
বেঙ্গালুরুতে ৭৫ বছরের এক অসাধারণ যাত্রা!: প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা 6

হুজুগ আর জেদ সম্বল করে আটটি বছর -HCWA ! : প্রবন্ধ :
তথাগত মুখোপাধ্যায় : পৃষ্ঠা 8

অন্য পুজোর গন্ধ : গল্প : জয়িতা সরকার : পৃষ্ঠা 10

৪৭ বছরের গৌরবময় দুর্গোৎসব উদযাপন!: প্রবন্ধ :প্রবাসী
অ্যাসোসিয়েশন : পৃষ্ঠা 13

৭১ বছরের অমলিন স্মৃতি: জয়মহলের পুজোর পথচলা!:
প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা 16

আমাদের গল্প!Prestige Park View (PPV)
Durgotsav : প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা 20

বেঙ্গালুরুর পথে: আমার অভিবাসনের স্মৃতিকথা : প্রবন্ধ :
ভাস্বতী রামানুজম (স্বাতী) : পৃষ্ঠা 22

পুজো!:কবিতা :শ্রী অমিত লস্কর : পৃষ্ঠা 26

পুজো: উৎসবের সীমানা পেরিয়ে!: প্রবন্ধ :
সঞ্জীবনী সাহা : পৃষ্ঠা 30

ত্রিপুরা মণ্ডলী – আগমনী : প্রবাসে ত্রিপুরার পুজোর গন্ধ :
প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা 33

শরৎ এলো ওই। : কবিতা : রীতা রায় চৌধুরী : পৃষ্ঠা 34

শুধু উৎসব নয়, এ এক পরিবার! ADDA-Sumadhura
Eden Garden : প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা 35

আর টি নগর সোশিও-কালচারাল ট্রাস্ট- উনিশ বছরের আস্থা,
উৎসব ও পরিবার! : প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা 44

দত্ত বাড়ির দুর্গা!: গল্প : হাসিবুর রহমান : পৃষ্ঠা 48

পূর্ব বেঙ্গালুরু কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন: প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা 53

Index

Editor's Note : Siddharta Saha : Page 3

BARSHA - A Decade of Faith, Culture &
Community : Feature : Page 4

Bengalee Association -A journey of 75 years in
Bengaluru : Feature : Page 6

Prabaasee Association - Celebrating 47 Glorious
Years : Feature : Page 12

JAYAMAHAL DURGA PUJA -Innovation meets
tradition : Feature : Page 14

Chandimangal : Story : Nilanjana Bhaduri :
Page 18

A symbol of harmony and inclusivity -Parkway
Homes Puja : Feature : Page 25

BBV UTSAV : Article : Page 27

Bengaluru Sreehatta Sammelani : Article :
Page 29

Tripura Mondoli – Agomoni: Keeping Tripura's
Spirit Alive: Article : Page 31

EBCA Durga Puja - Our Journey and Spirit :
Article : Page 37

The Story of Hope in Rural Bengal : Article :
Page 39

RT Nagar Socio-Cultural Trust : Feature : Page 43

Probaho – An Outcome of Team Work and
Dedication : Feature : Page 46

Poorva Bangalore Cultural Association (PBCA) -
Journey : Feature : Page 12

EDITOR'S NOTE

5th. September 2025

Volume 1

Durga Puja in Bangalore is not just a festival — it's emotion, identity, and a celebration of belonging. In every corner and apartment complex, amidst dhak beats and the aroma of bhog, a slice of Bengal is lovingly recreated in this vibrant city.

This book is our tribute to that spirit. It brings together stories of community Pujas — their journeys, dreams, challenges, and legacies. The voices here are real — the organisers, volunteers, and enthusiasts who make the magic happen year after year. From traditional rituals to modern innovations, from cultural programmes to food stalls — this is where nostalgia meets newness, and heritage finds a home in Bangalore's heart.

You'll also discover stories, poems, local Puja highlights, and glimpses of how beautifully Bangaliana has adapted to the rhythm of Namma Ooru.

We hope this book becomes more than just a read — a keepsake of connection, pride, and celebration.

— Siddharta Saha
(Editor)
Bong Tales From Bangalore
Mail.BongTales@gmail.com

সম্পাদকীয়

বেঙ্গালুরুর দুর্গাপুজো শুধু একটা উৎসব নয় — এটা একটা অনুভব, একটা পরিচয়, একটা শিকড় খোঁজার গল্প। বাড়ি থেকে দূরে থেকেও, এই শহরে ঢাকের তালে, ভোগের গন্ধে, প্যান্ডেলের আলোয় — বাঙালিয়ানা নতুন করে বাঁচে।

এই বই সেই গল্পগুলোরই সংকলন — যেখানে পুজোর পিছনের মানুষগুলো নিজের মুখে বলছেন তাঁদের পথচলা, স্বপ্ন, সংগ্রাম আর সফলতার কথা। পুরনো পুজো হোক বা নবীন উদ্যোগ — প্রতিটা পুজোর পিছনেই রয়েছে একরাশ ভালবাসা আর একগুচ্ছ স্মৃতি।

পুজোর থিম থেকে থালা সাজানো ভোগ, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা থেকে ছোটদের আবৃত্তি — এই শহরের পুজো যেন এক পা শিকড়ে, এক পা ভবিষ্যতের দিকে।

সাথেই এই বইতে রয়েছে গল্প, কবিতা, ট্রিভিয়া আর বেঙ্গালুরুর পুজোর অজানা গল্প, যা আপনাকে নিয়ে যাবে এক অন্যরকম সফরে।

এই ডিজিটাল বই হয়ে উঠুক এক চিরন্তন স্মারক — একত্রিত হবার, উদযাপন করার আর আমাদের শিকড়কে নতুন করে চেনার।

— সিদ্ধার্থ সাহা
(সম্পাদক)
বং টেলস ফ্রম ব্যাঙ্গালোর
www.BongTales.co.in

BARSHA @10

A Decade of

FAITH, CULTURE & COMMUNITY

যা শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে মাত্র ২৫ জন আগ্রহী সদস্যের ছোট্ট স্বপ্ন হিসেবে, আজ তা রূপ নিয়েছে বেঙ্গালুরুর অন্যতম বৃহৎ ও প্রিয় দুর্গোৎসবে। গত দশ বছরে, বর্ষা শুধু সংখ্যায় নয়, মনের দিক থেকেও বেড়েছে—হাজারো মানুষকে একত্রিত করে তুলেছে এক সত্যিকারের home away from home, যেখানে শরতের আগমনী বার্তা নিয়ে মা দুর্গার আগমন উদযাপিত হয়!

শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট—কলকাতার বিখ্যাত দুর্গাপুজোর ঐশ্বর্যকে বেঙ্গালুরুতে পুনর্নির্মাণ করা, সাথে মিশিয়ে দেওয়া কর্ণাটকের শিল্প, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের রং! এই অনন্য মেলবন্ধনই আজ আমাদের পরিচয়—এক উৎসব যা যেমন বাংলার, তেমনই কর্ণাটকের, যেখানে মিলেমিশে যায় দুই প্রদেশের রঙ, সংস্কৃতি আর প্রজন্ম।

সাধারণ থেকে অসাধারণ—বর্ষা আজ হয়ে উঠেছে উদ্ভাবন আর ঐতিহ্যের প্রতীক। প্রতি বছর আমাদের প্যান্ডেল শুধু বাংলার শিল্পরূপকেই তুলে ধরে না, কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকেও শ্রদ্ধা জানায়। প্রতিটি বছরই এক নতুন গল্প—অগাধ নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা আর নিখুঁত কারুকার্যে গড়ে ওঠা এক সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার জগৎ!
বিনোদন ও সংস্কৃতি, বরাবরই ছিল আমাদের উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা বিশ্বাস করি, দুর্গাপুজো যেমন ভক্তির, উৎসব উদযাপনেরও! তাই বেঙ্গালুরুকে উপহার দিয়েছি বাংলা সংগীতের সবচেয়ে বড় আইকনদের—উষা উত্থুপ, সোমলতা, ফসিলস, অঞ্জন দত্ত, শিলাজিত, অর্কো! আর এ বছর বিশ্বসঙ্গীতের দুই জাদুকর সৌরেন্দ্র ও সৌম্যজিত। প্রতিটি কনসার্ট, প্রতিটি পারফরম্যান্স আলোয় ভরিয়ে তুলেছে রাতের আকাশ, গর্বিত করেছে আমাদের শিকড়ের সংস্কৃতি।

কিন্তু সব আড়ম্বরের ওপরে, বর্ষার আসল শক্তি তার কমিউনিটি স্পিরিটে। আমাদের সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক আর শুভানুধ্যায়ীরা এই যাত্রার স্তম্ভ। প্যান্ডেল সাজানো থেকে শুরু করে ভোগের আয়োজন, স্টল ব্যবস্থাপনা থেকে অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা—সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটাই অনুভূতি—একসাথে থাকা। যেসব বাচ্চারা একসময় হাত ধরে আসত, আজ তারাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্বের সাথে বহন করছে এই ঐতিহ্য।

আজ দশ বছরের গৌরবময় পথচলায় আমরা পিছনে তাকাই কৃতজ্ঞতায়, সামনে তাকাই উত্তেজনায়! বর্ষা আর শুধু দুর্গাপুজো নয়—এ এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, এক বিশ্বাসের প্রতীক, একতার সেতুবন্ধন। মা দুর্গা যেন প্রতি বছর আমাদের আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন, আর আমরাও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—এই উৎসবকে করব আরও বড়, আরও উজ্জ্বল, আরও অর্থবহ—আগামী প্রজন্মের জন্য।

What began as a small dream in 2015 with just 25 passionate members has today blossomed into one of Bangalore's biggest and most loved Durga Pujas. Over the last ten years, BARSHA has grown not just in numbers, but in spirit, becoming a true home away from home for thousands who gather every autumn to celebrate the arrival of Maa Durga.

The vision was always clear: to recreate the grandeur of Kolkata's legendary Durga Pujas right here in the heart of Bengaluru, while weaving in the essence of Karnataka's art, culture, and heritage. This fusion has become our identity – a celebration that belongs as much to Bengal as it does to Karnataka, uniting traditions, communities, and generations.

From humble beginnings, BARSHA has today become a name synonymous with innovation and authenticity.

Over the years, our pandals have carried themes that not only showcased Bengal's rich artistry but also paid tribute to Karnataka's cultural vibrancy. Each year has been a new story – an immersive world created with devotion, creativity, and meticulous craftsmanship.

Entertainment has always been a core of our celebrations. We believed that Durga Puja is as much about art and music as it is about devotion. And so, we brought to Bengaluru some of the biggest cult-following artists – the ever-iconic Usha Uthup, the soulful Somlata, the legendary Fossils, the timeless Anjan Dutta, the electric Shilajit, the romantic Arko, and this year, the world music maestros Sourendro & Soumyojit. Each concert, each performance, has lit up our nights, leaving the audience spellbound and proud of their cultural roots.

But beyond the scale and spectacle, what truly defines BARSHA is its community spirit. Our members, volunteers, and well-wishers have been the pillars of strength. From setting up pandals, organizing bhog, managing stalls, to welcoming every guest with open arms – it has always been about togetherness. Children who once came holding their parents' hands are today performing on stage, carrying forward the tradition with pride.

As we celebrate 10 glorious years, we look back with gratitude and ahead with excitement. BARSHA is no longer just a Durga Puja – it is a movement of culture, faith, and unity in Bangalore. And as Maa Durga blesses us year after year, we promise to keep making this celebration larger, brighter, and more meaningful for generations to come.

DURGA PUJA - BENGALEE ASSOCIATION

A JOURNEY OF 75 YEARS IN BENGALURU

The enchanting chant of "chandi path" fills up the pre-dawn hours marking the beginning of "Devi Paksha" and the invocation to the mother Goddess to descend on earth – "Jago Tumi Jago".

In 1950, the first Sarbajanin Durga Puja was held under the initiatives and tutelage of a few Professors of the Indian Institute of Science, Bangalore. This was the pre-cursor to the establishment of a library-"Bharati Pathaghar" at Margosa Road, Malleswaram. In 1959 when the All India Literary Conference was hosted in Bangalore, work started towards the formation of the Bengalee Association finally registered on 16th September 1959. Besides the Durga Puja, the Saraswati Puja, Nababarsho, Rabindra Jayanti, Kali Puja continued to be annually held. The Bengalee Association celebrated Tagore's birth centenary in collaboration with the Government of Mysore in the Town Hall, Bangalore in May 1961. A Board of Trustees was formed in July 1966. In 1967 Art & Bengali classes commenced and in 1968, the annual Durga Puja Souvenir "Maitree" was launched.

In the absence of its own premises, until 1980 the Bengalee Association's Durga Puja was held at various locations around Bangalore like the Vasawi Dharmashala Basavanagudi, Kutchalamba Hall near Madhavan Park, National College, Basavanagudi and the Sindhi Hall Frazer Town. The Bangalore City Corporation in its benevolence in 1977 allocated land on Assaye Road to the Bengalee Association in April 1977. A Ladies Wing was formed thereafter and in October 1977 the foundation stone for the present building – Tagore Cultural Centre – was laid.Within a period of two-and-a-half years, the building was inaugurated on 4th April 1980 which led to the Durga Puja being held for the first time in the premises of the Bengalee Association in 1980. Additional adjacent land was granted in September 1982 and the Durga Puja became an even bigger event, spread over two buildings. The house-bulletin commenced in 2001 and the Bengalee Association took the initiative to organize the annual Durga Puja immersion procession comprising of all Durga Pujas of Bangalore from the KSCA Cricket Stadium to Ulsoor lake.

Over the next two decades, holding the Annual Durga Puja inside the Bengalee Association premises was beset with multiple challenges. Its huge popularity, overwhelming crowds, traffic challenges and logistic difficulties led to the Durga Puja moving out to St. Aloysius School Assaye Road, RBANMS Grounds, Gayatri Vihar Palace Grounds and the Manpho Convention Centre. The Durga Puja celebrations returned to the Bengalee Association premises in 2019 and has been continuing in the same location since them.

From the first Durga Puja in Bangalore in 1950, this year 2025 marks the 75th year of our Durga Puja which is being celebrated on Assaye Road by the Bengalee Association, Bengaluru.
Heaven & Earth rejoices at Maa Durga's victory and "Durgatinashini" concludes through a mantra narration which is the refrain of mankind's supplication before the Supreme Power: "ya devi sarbabhuteshu shakti rupena sankshtita. Namastashwai Namastashwai Namastashwai namo namaha".

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন দুর্গাপুজো;
বেঙ্গালুরুতে ৭৫ বছরের এক অসাধারণ যাত্রা!

"চণ্ডীপাঠ"-এর মায়াবী ধ্বনি ভোরের আকাশ ভরিয়ে তোলে, জানিয়ে দেয় "দেবী পক্ষ"-এর সূচনা এবং মা দুর্গার আবাহনের সুর—"জাগো তুমি জাগো।"
১৯৫০ সালে, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের কয়েকজন অধ্যাপকের উদ্যোগে বেঙ্গালুরুতে প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। এই পুজো থেকেই গড়ে ওঠে "ভারতী পাঠাগার" নামে একটি গ্রন্থাগার, মল্লেশ্বরমের মার্গোসা রোডে। ১৯৫৯ সালে, অল ইন্ডিয়া লিটারারি কনফারেন্স বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত হওয়ার সময় থেকেই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কাজ শুরু হয় এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯-এ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি সরস্বতী পুজো, নববর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, কালীপুজো নিয়মিতভাবে পালিত হতে থাকে। ১৯৬১ সালের মে মাসে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন, মাইসোর সরকারের সহযোগিতায়, টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন করে। জুলাই ১৯৬৬-তে গঠিত হয় ট্রাস্টি বোর্ড। ১৯৬৭ সালে শিল্প ও বাংলা শিক্ষার ক্লাস শুরু হয় এবং ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় বার্ষিক দুর্গাপুজোর স্মারক—"মৈত্রী।"
নিজস্ব ভবন না থাকায় ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজো বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হত—বাসবনগুড়ির বাসবী ধর্মশালা, মাধবন পার্কের কাছে কুচালাম্বা হল, বাসবনগুড়ির ন্যাশনাল কলেজ এবং ফ্রেজার টাউনের সিন্ধি হল। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে বেঙ্গালুরু সিটি কর্পোরেশন সস্নেহে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনকে আসায়ে রোডে জমি বরাদ্দ করে। এর কিছুদিন পরেই গঠিত হয় লেডিস উইং এবং অক্টোবর ১৯৭৭-এ বর্তমান ভবন—"ট্যাগোর কালচারাল সেন্টার"-এর শিলান্যাস হয়। আড়াই বছরের মধ্যে ভবন উদ্বোধন হয় ৪ এপ্রিল ১৯৮০-তে এবং সেদিন থেকেই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংলগ্ন অতিরিক্ত জমি বরাদ্দ হয় এবং দুর্গাপুজো আরও বৃহত্তর পরিসরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ২০০১ সালে হাউস-বুলেটিন প্রকাশ শুরু হয় এবং বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগ নেয় সমস্ত বেঙ্গালুরুর দুর্গাপুজোর সম্মিলিত বিজয়া শোভাযাত্রার, যা কেএসসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে উলসুর লেক পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।
পরবর্তী দুই দশকে, বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গণে বার্ষিক দুর্গাপুজো আয়োজন নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। বিপুল জনপ্রিয়তা, অতিরিক্ত ভিড়, ট্রাফিক সমস্যা ও লজিস্টিক জটিলতার কারণে দুর্গাপুজো স্থানান্তরিত হয় সেন্ট অ্যালোয়েসিয়াস স্কুল (আসায়ে রোড), আরবিএএনএমএস গ্রাউন্ডস, গায়ত্রী বিহার প্যালেস গ্রাউন্ডস এবং ম্যানফো কনভেনশন সেন্টারে। অবশেষে ২০১৯ সালে দুর্গাপুজো ফিরে আসে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গণে এবং তখন থেকে এখানেই আয়োজন হয়ে আসছে।
১৯৫০ সালে বেঙ্গালুরুতে প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা থেকে শুরু করে, ২০২৫ সালে আমরা উদযাপন করছি আমাদের ৭৫তম দুর্গাপুজো, যা অনুষ্ঠিত হবে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের আসায়ে রোড প্রাঙ্গণে।

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

HARMONY CULTURAL WELFARE ASSOCIATION (HCWA)

হুজুগ আর জেদ সম্বল করে আটটি বছর !

আমাদের পুজোর সূত্রপাত ছিল শুধুই যেন ১০-১২ জন প্রবাসী বাঙালীর হুজুগ। ২০১৮তে সোসাইটির গণেশ পুজোর বিসর্জনে হঠাৎ ওঠা 'দুর্গাপুজো করতে হবে'হুজুগ যে মাত্র আটবছরে উত্তর বেঙ্গালুরুর অন্যতম সেরা পুজোতে রূপান্তরিত হবে সেটা সেদিন আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। ছোট্ট একটি পরিসরে শুরু হওয়া সাধারণ এক পুজো আজ সোসাইটির গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছেছে বৃহৎ আঙিনায়, যেখানে সক্রিয় সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে তিরিশটারও বেশি সোসাইটির একশোরও বেশি পরিবার।

আসলে বাঙালী যেমন হুজুগে, তেমনই একরোখা আর জেদী। তার সাথে যদি যোগ হয় দুর্গাপুজোর উন্মাদনা, তাহলে তো কথাই নেই ! এই আট বছরে বলাই বাহুল্য যে অনেক প্রতিকূলতা এসেছে – কখনও প্রকৃতি বিরূপ থেকেছে, কখনো বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের সমস্যায় ফেলেছে ! তবু মায়ের আশীর্বাদে প্রতি বছরে এ পুজো কলেবরে, জাঁকজমকে উন্নতিই করেছে। বছর বছর আমাদের মুকুটে যোগ হয়েছে নতুন নতুন পালক, আমাদের সংগ্রহশালা ভরে উঠেছে "সেরাপ্রতিমা", "সেরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান", "সেরা পুজো পদ্ধতি" আরো কত কি স্মারকে ।

আমাদের পুজোর তিনটি স্তম্ভ। প্রথমটি অবশ্যই আনন্দ, হই-হুল্লোড় !

আমাদের পুজোতে যেমন ইন্দ্রানী সেন, রূপঙ্কর, ক্যাকটাস এর মতো শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন, তেমনি সদস্যরা নিজেদের একান্ত চেষ্টাতে চিত্রাঙ্গদা, হ-য-ব-র-ল, জুতা আবিষ্কার বা ভীমবধ এর মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে।

আমাদের দ্বিতীয় স্তম্ভ, পুজোর রীতিনীতি! আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে আমরা যতটা নিষ্ঠা ভরে নিয়ম মেনে পুজো করি, সেটা কলকাতাতেও খুব কম বারোয়ারি পুজোতে হয়! এখানে যারা পুষ্পাঞ্জলি দিতে এসেছেন বা কুমারী পুজো দেখেছেন, তারা সবাই একবাক্যে সেকথা স্বীকার করে গেছেন।

আমাদের তৃতীয় স্তম্ভ, আমাদের আতিথেয়তা ! সদস্য হন বা না হন - পুষ্পাঞ্জলি থেকে দেবী বরণ , অথবা অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ - আমরা কোনো তফাৎ করি না। প্রত্যেক সদস্য প্রথম দিন থেকেই পুজোতে সমান ভাবে অংশ নিতে পারেন। সদস্যরা নিজে হাতে দেবীর ভোগ রান্না করেন, পুজোর কাজে সাহায্য করেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এই ভাবেই নিজেদের হুজুগ, জেদ আর আত্মবিশ্বাসকে ভরসা করে আমরাএগিয়ে চলেছি - পাথেয় হলো সকলের ভালোবাসা, শুভেচ্ছা আর মা-দুর্গারআশীর্বাদ !

পরিশেষে Harmony Cultural Welfare Association (HCWA) পরিবারের তরফ থেকে সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা আর Bong Tales From Bangalore কে আমাদের ধন্যবাদ জানাই ! সকলে ভালো থাকবেন!

Eight Years of Passion and Perseverance!

Here's a contextual Indian English translation while keeping the tone and festive spirit intact:
**Our Durga Puja began as nothing more than the excitement of 10–12 Bengalis living away from home. Who could have imagined that a random idea during the Ganesh Visarjan in 2018—"We must do a Durga Puja!"—would, in just eight years, transform into one of the most celebrated Pujas of North Bengaluru?

What started as a small-scale celebration within the society has today grown into a grand affair that crosses community boundaries, bringing together over 100 families from 30+ societies as active participants.
The truth is, Bengalis are as passionate as they are determined. And when that passion meets the emotion of Durga Puja, magic happens! Needless to say, over the last eight years, we have faced plenty of challenges—sometimes nature played spoilsport, sometimes financial constraints tested us. Yet, with Maa Durga's blessings, the Puja has grown year after year in scale and splendour. Each passing year has added new feathers to our cap—our collection now boasts trophies like "Best Idol," "Best Cultural Programme," "Best Ritual Performance," and many more.
Our Puja stands firmly on three pillars.

The first—Joy and Celebration! From hosting renowned artists like Indrani Sen, Rupankar, and Cactus to staging spectacular in-house productions like Chitrangada, Ha-Ja-Ba-Ra-La, Juto Abishkar, and Bhimobodh, our cultural journey has been vibrant and diverse.

The second—Rituals and Traditions. We take immense pride in performing every ritual with utmost devotion and authenticity—something even many Pujas in Kolkata struggle to maintain. Anyone who has offered Pushpanjali here or witnessed Kumari Puja will vouch for this.

The third—Hospitality! Member or guest, everyone is treated equally—be it during Pushpanjali, Sindoor Khela, or our cultural evenings. From day one, every member actively participates—whether it's cooking Bhog, helping with decorations, or performing on stage.

This is how we have kept moving forward—fuelled by our excitement, determination, and confidence, blessed with love, good wishes, and Maa Durga's grace.
On behalf of the Harmony Cultural Welfare Association (HCWA) family, we wish everyone a very happy Sharodiya and extend our heartfelt thanks to Bong Tales From Bangalore for featuring us. Stay happy, stay blessed!**

তথাগত মুখোপাধ্যায়
PRESIDENT
HCWA

অন্য পুজোর গন্ধ

১৩ই ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ● জয়িতা সরকার ● ভার্থুর, বেঙ্গালুরু

কাল রাতের ভাতে জল ঢেলে তেল -নুন লঙ্কা দিয়ে হাপুসহুপুস করে খাওয়া শেষ করল মৃণাল। দেওয়ালে ঝোলানো কাঠের তাক থেকে কয়েকটা খাতা বই নিয়েই ছুট লাগালো স্কুলের দিকে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চৌকিদারের সঙ্গে রোজই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে তর্ক করে সে। তাতে যদিও কোন লাভ হয় না কোনদিনই। গেট পেড়িয়ে স্কুল চত্বরে ঢোকার অনুমতি মেলে না তার। প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করে বাড়ির পথে পা বাড়ায় সে। রোজকার এই ঘটনা তার জানা, তবুও কোন আশাতে সাতসকালে তৈরি হয়ে স্কুলের দিকে যায় মৃণাল নিজেও সে প্রশ্নের উত্তর জানে না। খানিকটা হয়ত অভ্যাস, কিছুটা ইচ্ছে আর বাকিটা সুযোগের অনুসন্ধান। তবে দীর্ঘ কয়েকমাসেও সে এই বিশাল দেওয়ালের ওপাশে যেতে পারেনি।

সকালের ভিড় খানিকটা কম। সকলেই স্কুল কলেজ অফিসে ব্যস্ত। দূরের বড় বিল্ডিংটা লক্ষ্য করে একটা ছোট পাথর পায়ে ঠেলে ঠেলে অলিগলি দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

সে জানে ওই বড় বাড়িটা যত কাছে বলে মনে হয়,তাদের নীল প্লাস্টিক মোড়া ঘর থেকে তার দূরত্ব হাজার হাজার মাইল। তবুও সেখানে তার কয়েকজন বন্ধু আছে, প্রায় রোজই ওদের সঙ্গে খেলতে যায় মৃণাল। মনে মনে ওদেরকে বড্ড বোকা ভাবে সে। পড়াশুনো না করে ওরা বাবা মায়েদের পায়ে পায়ে ঘোরে, দু-একটা ইট, হাফ বস্তা পাথর এদিক ওদিক সরিয়ে রাখে, আর মৃণাল এলে টিপ্পনী কেটে বলে, 'কী হে কলির বিদ্যাসাগর, আজও গেটের বাইরে ক্লাস করে এলে বুঝি?' মনে মনে খুব রাগ হয় মৃণালের, কিন্তু উত্তর দেওয়ার মত কিছু নেই, তাই একগাল হেসে উড়িয়ে দেয় সেসব কথা। ১৪ তলায় কাজ করা বাবার কাছে গিয়ে জানতে চায় আর কত কাজ করলে বাবা তাকে ওই স্কুলে পড়াতে পারবে? ভিনদেশে কাজ করতে আসা বাবা নিরুত্তর, সে জানে ছেলের এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন তার জীবদ্দশায় সম্ভব নয়।

ডুয়ার্সের ছোট্ট গ্রাম থেকে এই বড় শহরে এসে সব পাল্টে গিয়েছে মৃণালের জীবনে। মায়ের সঙ্গে বেশ ছিল নিজেদের ছোট্ট ঘরে। বাবার পাঠানো টাকা আর মায়ের ডেইলি ওয়েজে পড়াশুনোটা অন্তত চলছিল তার। কিন্তু বাগানে হঠাৎ থাবা বসাল অজানা জ্বর, আর তাতে প্রাণ গেল মৃণালের মায়ের। বাবার সঙ্গে আসতে হল এই অজানা অচেনা শহরে। অনেক নতুন আশা নিয়ে এ শহরে এলেও আশা ভঙ্গই এখানে দস্তুর। ছোট একটা ছাউনিতে দিন কাটে বাবা ছেলের। বাড়ি থেকে আনা বইগুলোতে হাত বোলায় সে।

নতুন শহরে নেই কোন চেনা মুখ, নেই তেমন কথা বলার সঙ্গী। না হলো পড়াশুনো করার সুযোগ, কেমন একটা ছন্নছাড়া জীবনে নাম লেখাল মৃণাল,নিজের মনে এসব ভাবতে ভাবতেই ভোর হতেই ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছে সে। নাকে হঠাৎ ভেসে আসা চেনা গন্ধে খানিকটা মোহিত হয়ে গন্ধ অনুসন্ধানে সোজা পথ ধরে অনেকটা চলে এসেছে সে। খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নীচের দিকে, সাদা-কমলায় মাখামাখি হয়ে আছে গোটা জায়গা, আনন্দে মৃণাল আত্মহারা। নিমাইদের নাট মন্দিরের কাছে গাছটার কথা মনে পড়ে তার। সকাল হলেই গোটা গায়ের মেয়ে বৌ-রা শিউলি ফুল কুড়তে হাজির হত, আর তাদের রসবোধের ঝালাই হত সেখানে। মৃণালও মায়ের সঙ্গে যেত, মুঠো ভরে ফুল হাতে ছুট লাগাত পুজোর কাজে গতিবিধি পর্যবেক্ষণে। এখানে পুজোর মাঠে কোন তড়িঘড়ি নেই, মাস দু'য়েক আগে থেকে বাঁশ বাঁধা, মন্ডপের সাজসজ্জা নিয়ে তেমন নজরকাড়া কিছু নেই। নতুন শহরে শিউলির গন্ধে শরত এলেও পুজোর কোন রেশ খুঁজে পায় না মৃণাল। তবে পুজো এল, বাবার সঙ্গে সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে ঢাকের তালে ছন্দে দুলছে সে।

হুটোপুটি খাচ্ছে, কখনও বা বাঁশ ধরে দুলছে, এক বাঁশে পা দিয়ে তড়তড় করে ওপরে উঠে নিমাইয়ের সঙ্গে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল একসঙ্গে। লাল কমলা কাপড়ের ফাঁকে লুকোচুরি খেলা যেন থামতে চাইছে না। দুপুরে খিচুড়ি নিয়ে মাঠের আলে বসে পুজোর মহাভোজের পর মুখে তৃপ্তির হাসি।

বাড়ি যাওয়ার নামগন্ধ নেই। আল বড়াবড় হেঁটে যাওয়া ওদের আবিষ্কার করা নতুন খেলায় মেতেছে সকলে। ক্ষেতি জমির শেষ মাথায় কাশের ঝোপ হয়েছে, বুড়ির চুল ধরতে সেখানে হাজির ওরা। বিকেলে ঢাকের আওয়াজ পেতেই ছুট লাগাল, সন্ধ্যারতির সময় ধুনুচি হাতে মৃণাল -নিমাই -নবীনরা আনন্দে মাতোয়ারা। সারাদিনের কাজ সেরে গ্রামের মেয়ে -বৌ -পুরুষরা হাজির হয়েছে পুজো মন্ডপে। আকাশে তখন আধখানা চাঁদ, হালকা সাদা মেঘে ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নার আগাম বার্তা জানান দিচ্ছে। পুজোর মাঠ জুড়ে তেলেভাজা, জিলিপির সঙ্গে বাহারি চুড়ি মালার দোকানে ভিড় করে আছে স্থানীয় মহিলারা। নাগরদোলার কাছে লম্বা লাইন পড়েছে। মায়ের কাছে অনুমতি না মেলায় মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে মৃণাল। পুজোর শেষদিনে ভাসানের সময় মৃণাল নিমাই আল ধরে অনেকটা দূর যায়, কাশের ঝোপ ছাড়িয়ে আরেকটা আল, আরও একটা কাশবাগান, প্রাণপনে কাশঘাস ছেঁড়ার চেষ্টা করছে মৃণাল, এত জোর তো লাগে না, টানছি তবু আসছে না, আরও জোরে আরও... পুজোর ঢাক বাজছে, সন্ধ্যারতি হচ্ছে, চারদিক ঝা চকচকে। ' এত জোরে আমার হাত ধরে টানছিলি কেন রে তুই?' বাঁশের প্যান্ডেল, কাশ বন, আল না কোথাও কিছু তো নেই, এতো অন্যপুজোর গন্ধ। 'বাবা আল ছাড়িয়ে কাশফুল আর নিমাই! কোথায় গেল ওরা?

আপনি কি আমাদের পত্রিকার জন্য গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ লিখতে চান ? বা অজানা অচেনা বাঙালি রেসিপি শেয়ার করতে চান ? আপনি কি আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য গেস্ট ব্লগ লিখতে চান ? তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

Do you want to write a story, poem or article for our magazine? Or do you want to share unknown Bengali recipes? Do you want to write a guest blog for our website? Then contact us!

ইমেল: mail.BongTales@gmail.com
ইনস্টাগ্রাম: @BongTalesFromBangalore
ফেসবুক: @BongTalesFromBangalore

PRABAASEE ASSOCIATION

CELEBRATING 47 GLORIOUS YEARS OF DURGA PUJA

This year marks a very special milestone in our journey—the **47th year of Prabaasee Association's Durga Puja**, a tradition that began in **1979** with a handful of passionate members and a simple dream: to bring the community together and celebrate our rich heritage with devotion and joy.
From those modest beginnings, our Puja has grown into one of the most cherished celebrations for our members, their families, and well-wishers. What has remained constant over the decades is the warmth, inclusivity, and togetherness that define Prabaasee. It is this spirit that makes our Puja not just a religious occasion, but the very heartbeat of our association.
Over the years, countless memories have been created—the rhythmic beats of the dhaak, the fragrance of dhuno, children discovering traditions, youth stepping forward with creativity, and elders guiding us with wisdom.
Every member, across generations, has contributed in their own way—whether through organizing, volunteering, cultural programs, or simply being present with their families. Together, we have built something far greater than a festival: a true extended family.
What also makes our Puja unique is the value we place on community service and compassion. Alongside celebrations, Prabaasee has always stood for giving back—through Eeducational support, charitable ,

initiatives and helping those in need. We believe Maa Durga's blessings shine brightest when shared through kindness and service. As we celebrate this remarkable 47th year, we look back with pride at how far we have come since 1978, and forward with hope for the years ahead. Our Durga Puja has become a symbol of tradition, unity, and cultural pride—one that we are committed to preserving and enriching for future generations. On behalf of Prabaasee Association, we thank every member, volunteer, and supporter who has been part of this journey. Your dedication, love, and spirit of togetherness have made these 47 years possible. May Maa Durga continue to bless us with strength, happiness, and prosperity as we carry forward this legacy of faith, unity, and celebration. Shubho Sharodiya to all!

৪৭ বছরের গৌরবময় দুর্গোৎসব উদযাপন!

এই বছর আমাদের যাত্রার এক বিশেষ মাইলফলক—প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজোর ৪৭তম বছর।
১৯৭৯ সালে কিছু উদ্যমী সদস্যের এক স্বপ্ন থেকে শুরু—ব্যাঙ্গালোরের বঙ্গ সমাজকে একত্রিত করা এবং ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য উদযাপন করা।

সেই বিনম্র সূচনা থেকে আজ আমাদের পুজো পরিণত হয়েছে এক অন্যতম প্রিয় উৎসবে—সদস্য, তাদের পরিবার এবং শুভানুধ্যায়ীদের জন্য। এত বছরেও যা অপরিবর্তিত থেকেছে তা হলো উষ্ণতা, আন্তরিকতা এবং মিলনমেলা—যা প্রবাসীর দুর্গোৎসবকে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রাণস্পন্দন করে তুলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য স্মৃতি তৈরি হয়েছে—ঢাকের তালে তালে সুরের ধ্বনি, ধুনোর সুগন্ধ, শিশুরা যখন ঐতিহ্যকে চিনেছে, তরুণরা সৃজনশীলতার আলো ছড়িয়েছে, আর প্রবীণরা অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজেদের মতো করে অবদান রেখেছে! সংগঠনের কাজ হোক, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা শুধু পরিবার নিয়ে উপস্থিত থাকা, একসাথে আমরা তৈরি করেছি শুধু একটি উৎসব নয়, এক সত্যিকারের বৃহত্তর পরিবার।

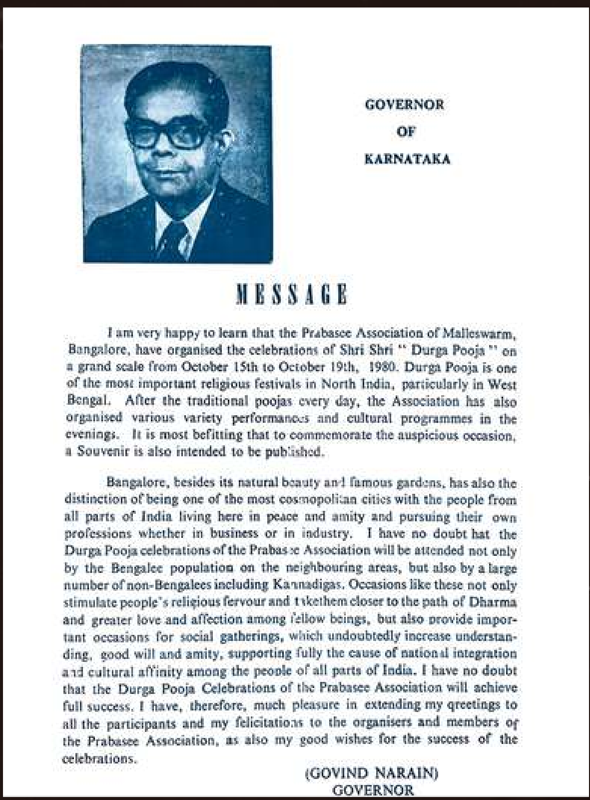

GOVERNOR
OF
KARNATAKA

MESSAGE

I am very happy to learn that the Prabasee Association of Malleswarm, Bangalore, have organised the celebrations of Shri Shri " Durga Pooja " on a grand scale from October 15th to October 19th, 1980. Durga Pooja is one of the most important religious festivals in North India, particularly in West Bengal. After the traditional poojas every day, the Association has also organised various variety performances and cultural programmes in the evenings. It is most befitting that to commemorate the auspicious occasion, a Souvenir is also intended to be published.

Bangalore, besides its natural beauty and famous gardens, has also the distinction of being one of the most cosmopolitan cities with the people from all parts of India living here in peace and amity and pursuing their own professions whether in business or in industry. I have no doubt hat the Durga Pooja celebrations of the Prabasee Association will be attended not only by the Bengalee population on the neighbouring areas, but also by a large number of non-Bengalees including Kannadigas. Occasions like these not only stimulate people's religious fervour and takethem closer to the path of Dharma and greater love and affection among fellow beings, but also provide important occasions for social gatherings, which undoubtedly increase understanding, good will and amity, supporting fully the cause of national integration and cultural affinity among the people of all parts of India. I have no doubt that the Durga Pooja Celebrations of the Prabasee Association will achieve full success. I have, therefore, much pleasure in extending my greetings to all the participants and my felicitations to the organisers and members of the Prabasee Association, as also my good wishes for the success of the celebrations.

(GOVIND NARAIN)
GOVERNOR

আমাদের পুজোর আরেকটি বিশেষ দিক হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা। প্রবাসী সবসময়ই উদযাপনের পাশাপাশি সমাজের জন্য কিছু করার বিশ্বাসে অটল থেকেছে—শিক্ষায় সহায়তা, দাতব্য কাজ বা আর্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে। আমরা বিশ্বাস করি, মা দুর্গার আশীর্বাদ তখনই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন তা ভাগ করে নেওয়া হয় মমতা ও সেবার মাধ্যমে।

এই গৌরবময় ৪৭তম বছর উদযাপন করতে গিয়ে আমরা গর্বের সাথে পিছনে তাকাই—১৯৭৮ থেকে শুরু হওয়া পথচলার দিকে, আর আশার আলো নিয়ে সামনে তাকাই আগামী দিনের দিকে। আমাদের দুর্গাপুজো হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য, ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের প্রতীক—যা আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য অক্ষয় রাখতে চাই।

প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেক সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক এবং শুভানুধ্যায়ীকে—যাদের ভালোবাসা, নিষ্ঠা এবং একাত্মতার চেতনা এই ৪৭ বছরকে সম্ভব করেছে।

মা দুর্গা আমাদের সবাইকে শক্তি, আনন্দ এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ দিক, যেন আমরা বিশ্বাস, ঐক্য ও উদযাপনের এই ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।
শুভ শারদীয়া জানাই সকলকে!

JAYAMAHAL DURGA PUJA

Since 1955 ● Innovation meets tradition ● Bangalore

The story of Jayamahal Durga Puja beautifully captures the essence of the old seamlessly merging into the new. Since its inception in 1955 by Bengali government employees newly relocated to Bangalore, the Puja has grown from humble beginnings —celebrated in a vacant building and often shifting venues—to a steadfast cultural event held at its current location opposite Jayamahal Park since 1973.

In the initial days amateur artists (who had a day job in Bangalore) would make the idols with passion - from scratch from clay and straw. Later the Idol makers from Kolkata used to come and make a few idols for all the Pujos in the Bengali Association premises.

In the 1970's the rudimentary pandal had a thatched roof with minimal cover on two sides. There was no pomp but lots of enthusiasm. A makeshift stage was erected for cultural program and the chairs were repurposed for eating bhog. Often during heavy rains water drops fell on people - but no one minded. Since LPG cylinder was not available, a kerosene stove had to be used for preparing Thakurer Bhog.

Community bhog would be cooked by digging a pit and lighting firewood in it.

At times due to water seepage caused to rains bhog cooking would get delayed. To save money raw materials were sourced from City Market. There was a time when the member subscription was a princely sum of 20 Rupees. In the early days of the Souvenir – a full page advertisement was 250 Rupees.

Despite modest means, the Puja has maintained its core values of fervor, devotion, and rituals, avoiding grandeur while fostering a strong community spirit. The Pandal constructed on open grounds simulates the environment of Kolkata. The dedication of a well-knit team, with some families involved with the Puja since the 1970s or earlier, ensures continuity and cohesion.

In 2004 "Bangla Utsav" was organized to celebrate 50 years of Jayamahal Durga puja in a unique manner. It was a novel initiative aiming to include the whole Bengali population in Bengaluru. Many Puja committees participated by showcasing their own cultural programs at the venue (RBNMAS Ground) The West Bengal Government provided a pavilion showcasing native Artisans and in addition there was a huge exhibition with stalls featuring enthusiastic Kolkata Vendors displaying and selling their wares. This drew huge crowds as did the stellar Cultural Programs featuring Bhoomi (for the first time in this city), and luminaries like Mamata Shankar, Aparna Sen and Lopamudra - to name a few. The event was inaugurated by thespian Soumitra Chatterjee who regaled the audience with his oratory and recitation .Understandably the press coverage for "Bangla Utsav" was phenomenal.

Today Jayamahal Durga Puja is notable for its innovative spirit within the framework of tradition. From pioneering souvenir collections in the 1980s to embracing digital platforms in the 2020s, it has consistently been a trailblazer.

The Muktaangan initiative introduced since 2010 has consistently provided a platform for amateur artists, while theme pavilions have celebrated cultural milestones such as Tagore's 150th anniversary, Swami Vivekananda's 150 years, Indian cinema centenary, and 75 years of Independence.

The food court, with authentic Bengali delicacies and other culinary delights, is a highlight of the festive charm. Artistic creativity shines through in "Theme pujas" starting in 2014 (executed by skilled artistes from Kolkata), featuring imaginative settings like Egyptian pyramids, Jurassic Park, Jungle Book, and even a spaceship with aliens.

Despite challenges like limited funds, manpower, weather, and space constraints, the spirit of Jayamahal Durga Puja endures—symbolized by the smells, sights, sounds, and rituals that unite participants.

From the aroma of freshly cooked khichuri served by members during a sit down community bhog, to the beat of Dhak, from the smoke from dhunuchi as devotees dance in front of the Goddess, to the deep voice of the Purohit conducting Pushpanjali - Jayamahal has something for everyone. It remains a vibrant testament to the harmonious blend of tradition and innovation.

As it prepares to celebrate its 71st Puja in 2025 with the theme "Lost Childhood," Jayamahal Durga Puja warmly invites everyone to join in the worship and festivities from 27th September 2025, 7PM onwards at the Ladies Club grounds near Jayamahal Park.

৭১ বছরের অমলিন স্মৃতি: জয়মহলের পুজোর পথচলা!

১৯৫৫ সালে বেঙ্গালুরুতে নবনিযুক্ত কয়েকজন বাঙালি সরকারি কর্মচারীর উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পুজো আজ পরিণত হয়েছে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উদযাপনে। শুরুর দিনগুলোতে এটি অনুষ্ঠিত হত কোনো খালি বাড়িতে বা বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে জয়মহল পার্কের বিপরীতে বর্তমান স্থানে এটি নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয়ে আসছে।

প্রথম দিকে অপেশাদার শিল্পীরা মাটির ও খড়ের মূর্তি তৈরি করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। পরে কলকাতা থেকে মূর্তি শিল্পীরা এসে একসাথে একাধিক পুজোর জন্য মূর্তি তৈরি করতেন।
সত্তরের দশকে প্যান্ডেল ছিল সাধারণ—ছাউনি দিয়ে ছাদ, দু'পাশে কাপড়ের আবরণ। কোনো জাঁকজমক ছিল না, কিন্তু উচ্ছ্বাস ছিল ভরপুর! সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত ছোট মঞ্চে, একই চেয়ার পরে ব্যবহার হত ভোগের সময়। বৃষ্টিতে মাথায় জল পড়লেও কেউ বিরক্ত হতেন না। ভোগ রান্না হত কেরোসিন স্টোভে বা কাঠের আগুনে। তখন সদস্য ফি ছিল মাত্র ২০ টাকা, আর স্মারকপত্রে পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের দাম ছিল ২৫০ টাকা।

অল্প সামর্থ্যের মধ্যেও এই পুজো সবসময় ধরে রেখেছে তার মূল চেতনা—ভক্তি, শ্রদ্ধা আর আনন্দ। জাঁকজমক না থাকলেও কমিউনিটির একাত্মতাই ছিল আসল শক্তি। বহু পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যুক্ত থেকেছে এই পুজোর সঙ্গে।
২০০৪ সালে পঞ্চাশতম বর্ষে বিশেষভাবে পালিত হয় "বাংলা উৎসব"—যেখানে বহু পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। কলকাতা থেকে শিল্পী ও হস্তশিল্পীরা এসেছিলেন। তারকাখচিত অনুষ্ঠান, যেমন ভূমি, মমতা শঙ্কর, অপর্ণা সেন দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। উদ্বোধন করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আজও জয়মহল দুর্গাপুজোর পরিচয় তার উদ্ভাবনী শক্তি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। আশির দশকের অভিনব স্মারক সংগ্রহ থেকে ২০২০-এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম—সব ক্ষেত্রেই এটি পথপ্রদর্শক।

২০১০ সাল থেকে 'মুক্তাঙ্গন উদ্যোগ' দিয়েছে অপেশাদার শিল্পীদের জন্য মঞ্চ। থিম প্যান্ডেলে উদযাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী, বিবেকানন্দের ১৫০ বছর, ভারতীয় সিনেমার শতবর্ষ ও স্বাধীনতার ৭৫ বছর। ফুড কোর্টে থাকে আসল বাঙালি খাবারের স্বাদ। ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়েছে থিম পুজো—পিরামিড, জুরাসিক পার্ক, জঙ্গলের গল্প, এমনকি মহাকাশযানও!

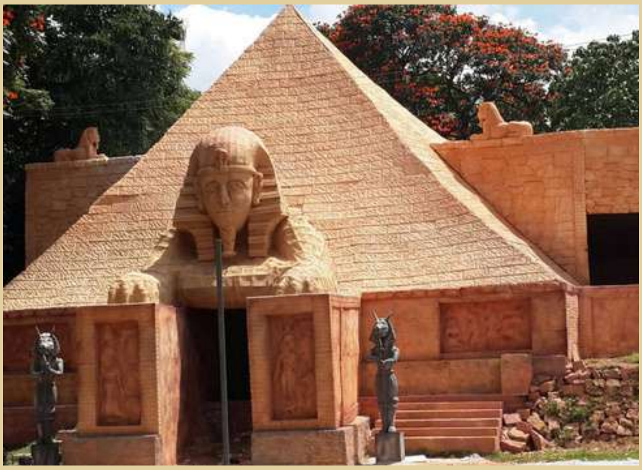

সীমিত অর্থ, জনবল, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা—সবকিছুর মধ্যেও জয়মহল দুর্গাপুজোর প্রাণশক্তি অটুট। গরম খিচুড়ির গন্ধ, ঢাকের আওয়াজ, ধুনুচির ধোঁয়ায় নাচ, আর পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠে পুষ্পাঞ্জলি—এসবই এই পুজোর অনন্য পরিচয়।
২০২৫ সালে ৭১তম পুজো উদযাপনে থিম থাকছে—"হারানো শৈশব"। আন্তরিক আমন্ত্রণ—২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ৭টা থেকে, লেডিস ক্লাব ময়দানে, জয়মহল পার্কের কাছে।

Mr. Tapan Datta
PRESIDENT
JAYAMAHAL CULTURAL ASSOCIATION

Do you want to
PLACE
YOUR Ad
Here!
Contact Us!

CHANDIMANGAL

A Story By
NILANJANA BHADURI

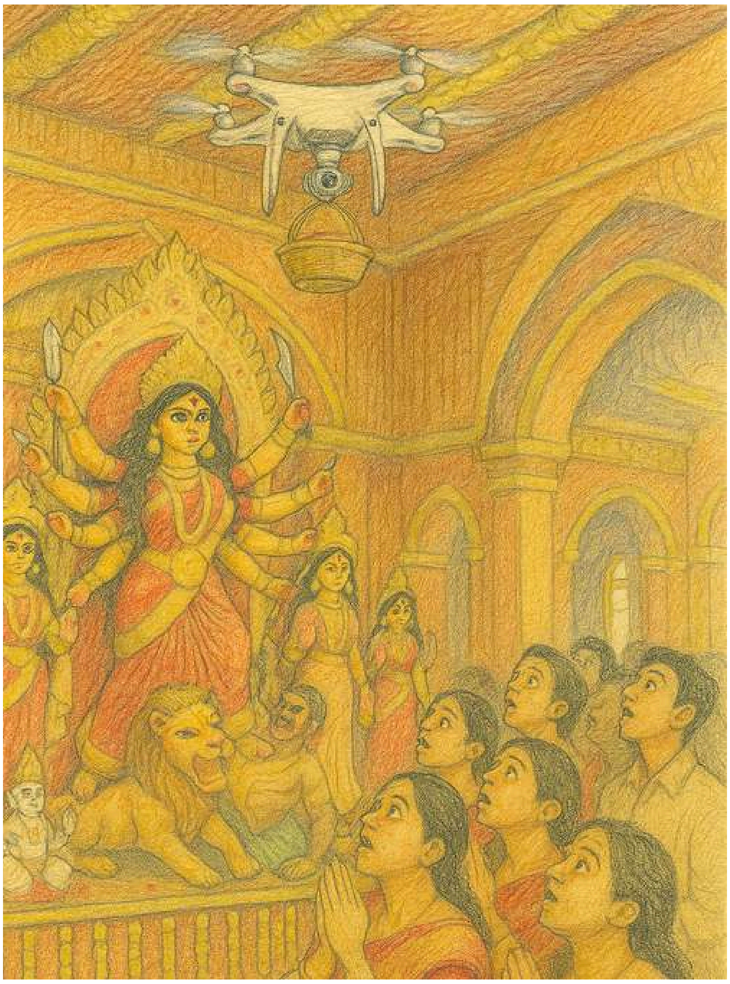

The Sri Sarbojonin Pujo-Committee was keen to add an innovative twist to their Durga Pujo. They aspired to join the league of Maddox-Square Pujos! And not just a crowd-puller. With Ma Durga's blessings, they wanted to earn the coveted Sera-Pujo-awards!
Awards come only with novelties. So, they brainstormed – what could we do differently?

Biltu was present there. A techie by profession, he had lost his job in the USA and recently came home. To avoid social humiliation, he announced that he was on a sabbatical, trying to figure out greater things that he could pursue. His father, a veteran Pujo Committee member, had dragged him into this meeting.

Amidst all the ideation buzz, Biltu casually suggested, 'Why not incorporate a drone? A drone that becomes Ma Durga's emissary and delivers prasad from door-to-door.' Everyone loved the idea – Amazon/Swiggy as Ma's delivery-agent! Let's do it! However, as they delved into practical considerations, the drones didn't take off!

However, the seniors in the Committee had found their USP! They claimed their glory to become the first tech-led Durga Pujo, and Biltu, as their CTO who would craft this history! Media went abuzz with this news.

TV channels started hounding to get a sneak peek at the expected innovation. Biltu wished he had never spoken, but it was too late. He even found his father telling the press, 'This is all a doing of Ma herself! Otherwise, why will he come back from the USA?'
The envious Pujo Committees raised questions about his credentials, while favorable press defended him as a born CTO, sharing reports from his school projects. The cumulative hype excited everyone as they waited for something totally unique!
Biltu couldn't face it anymore. He ran away to Bangalore. He reached out to his old classmates who were working in Bangalore, seeking leads for work opportunities. He was ready to accept any average IT job, far away from any CTO title.

His job-searching efforts further depressed him. Some people interviewed him only to enquire about his CTO role. One day, he saw his father on a channel justifying his trip as a part of his role execution, as Bangalore is the technology hub of India! Biltu hit an all-time-low.

To cheer him up, his friends took him pubbing. Three pubs on, the entrepreneurial spirit of the city wove its magic. Biltu and his friends had napkin-boarded the perfect concept – the one-stop Durga Pujo app. The features would include: Queue management for Bhog-bhitaran, AR to find parking-spots, push notifications for Aarti, Online Aarti for late-latifs, Dhaak Decibel-control for environment friendliness, ChandiGPT to answer all queries about Durga Pujo, and MistiMeter, a health assistant to monitor all the sweets consumed and accordingly advise the must-do exercises to undo the calories! One of his friends was so excited that he even offered him angel investment! Someone even promised to resign in the morning, and join this venture.

Biltu and all his friends had transformed into CTOs! Each one spun out development ideas. Where will they get the data to train the LLMs? Someone suggested using pub data! Another raised a concern that it might be anti-religious! Well the deliberations continued, and more alcohol flowed!
After some time, Biltu found himself fighting an Asur. Biltu was very sure that the Asur had attacked him, as he did not want Ma Durga to get the technology limelight.

As the first- CTO of Durga Puja, Biltu saw himself as a divine agent and put up his best fight ever! With all the force in his body, he landed a punch on the Asur! The Asur hit him back. Biltu blacked out.

The next morning, Biltu woke up to find his head, arms, and legs wrapped in bandages, his whole body in severe pain. He blinked. Where am I? Then he saw another bandaged person lying on the adjacent bed! Wasn't that the Asur? Soon a nurse popped in and pierced him with a mini-spear. Was she Ma Durga’s emissary? If so, why is she piercing her CTO and not the Asur?

Over the next few hours, the grogginess ebbed away. There was a lot of pain and shame left! Biltu at some point had fancied the bartender as the Asur, and attacked him. His friends had leveraged his first-ever CTO of Durga Pujo tag to persuade the pub-owners not to file a police complaint.

Despite all the pain, a tiny voice inside Biltu’s head told him to go back home and responsibly execute the CTO role. The torn pieces of the napkin where he had scribbled the app-features were still in his pocket. His CTO-mind wondered: What should we call this app? Chandimangal? Will we win the Sera-Pujo Awards?...

To find out more, don’t forget to visit the Sri Sarbojonin Durga Pujo & download their Chandimangal app.

PRESTIGE PARK VIEW (PPV) DURGOTSAV

আমাদের গল্প!

পিপিভিতে দুর্গাপূজা আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি উৎসব নয় — এটি আমাদের আবেগ, আমাদের একত্রিত থাকার উপলক্ষ। শরৎ এলেই, শিউলির গন্ধের মতো পুজোর আনন্দ আমাদের মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল খুবই ছোট পরিসরে — কয়েকটি পরিবার মিলে, যাদের হৃদয়ে রয়ে গিয়েছিল বাংলার দুর্গোৎসবের স্মৃতি। তখন ছিল না কোনো বড় প্যান্ডেল, না কোনো আলোর ঝলকানি। ছিল শুধু একটি ঢাক, ঘরে বানানো ভোগ, হাতে ফুল তোলা, আর একসাথে কাটানো হাসি-আনন্দের মুহূর্ত।

আজ এত বছর পরেও, সেই আন্তরিকতাই আমাদের প্রকৃত গর্ব। আমরা কর্পোরেট স্পনসরশিপের ভিড়ে হারিয়ে যাইনি। এখানে প্রতিটি কাজ আমরা নিজের হাতে করি — সকালবেলার পুষ্পাঞ্জলির ফুল সাজানো থেকে শুরু করে সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া, ভোগ পরিবেশন থেকে অতিথি আপ্যায়ন — সবই আমরা একসাথে করি। প্রতিবেশী হিসেবে শুরু হলেও, আমরা আজ একে অপরের পরিবার হয়ে উঠেছি।

আমাদের পুজোতে আছে পুরনো দিনের গন্ধ, আবার আছে নতুন দিনের উচ্ছ্বাস। বড়রা শেখান আচার-অনুষ্ঠান, ছোটরা নিয়ে আসে প্রাণবন্ত হাসি আর উৎসবের প্রাণ। সবার মনেই একটাই অনুভূতি — বাঙালিয়ানা শুধু বাংলায় নয়, বেঙ্গালুরুর হৃদয়েও বেঁচে থাকতে পারে।

প্রতি বছর মা আসেন, আর আমরা মনে করি — ঘর মানে শুধু থাকার জায়গা নয়, ঘর মানে মানুষ, সম্পর্ক আর ভালোবাসা। পিপিভি আমাদের কাছে সেই ঘর, আর দুর্গাপূজা আমাদের বছরের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা।

Our Story...

At Prestige Park View, Durga Puja is not just an event; it's a feeling that envelops us every autumn, like the familiar rustle of shiuli petals underfoot. Our journey began humbly, with just a handful of us who missed the magic of Puja back in our hometowns. Determined to bring that joy here, we gathered in the clubhouse, sharing home-cooked bhog, dhak beats from a single drum, and stories that made us feel closer to home.

From those early days, our Puja has blossomed into a tradition that unites us. We have no big commercial banners, no corporate scale - only the spirit of togetherness. Every detail, from arranging flowers and durba at dawn to rehearsing cultural performances late into the night, is carried out by the PPV community - both Bengali and non-Bengali - who join in with as much enthusiasm as if it were our own family Puja.

Here, nostalgia meets new beginnings. For some of us, it is a return to the sights and sounds of our childhood; for others, it is the first chapter in a story they will carry forward. Our children learn the rituals by watching us, while we find joy in their energy and laughter. Over the years, our Puja has become more than a festival — it is our anchor, a reminder that even far from Bengal, Bangaliana can thrive in the heart of Bangalore. We have seen our idol grow in size and stature over the last four years — a symbol of our own growth and deeper involvement.

The friends we first met four years ago while celebrating this most cherished festival have become more than family. Our greatest joy is knowing that the bonds we form during those four Puja days continue to brighten our lives all year round.

Every year, as Maa Durga takes her place in our clubhouse, she brings not just blessings, but a gentle reminder: home is not only where we live, but where we belong. And here at PPV, we belong to each other.

ঠাকুর দেখতে গিয়ে ব্যাঙ্গালোরের জ্যামে নাজেহাল ?

ভাবছেন প্যান্ডেল হপিং করবেন কি করে ?

আর চিন্তা নেই ! মেট্রো চড়ে, আরামে ঠাকুর দেখুন!

www.BongTales.co.in
থেকে ডাউনলোড করুন "Durga Puja Metro Map", আর বেরিয়ে পড়ুন!
কোন স্টেশনের ১ থেকে ৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে কোন কোন পুজো হচ্ছে আর তার লোকেশন সমেত সব হদিস পেয়ে যান!

বেঙ্গালুরুর পথে: আমার অভিবাসনের স্মৃতিকথা

- ভাস্বতী রামানুজম (স্বাতী)

শহর মানে শুধু রাস্তা-ঘাটের নাম নয়—শহর আসলে আমাদের অভিজ্ঞতা, অভ্যেস আর সেই অদৃশ্য টান, যা হৃদয়ে চিরকাল থেকে যায়।

প্রথম দেখা—শৈশবের বেঙ্গালুরু

আমি প্রথমবার আমার মা আর বাবার সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে এসেছিলাম ১৯৮১ সালে। তখন স্কুলে পড়তাম, গরমের ছুটিতে বেড়ানোর জন্য বাবা আমাদের নিয়ে এলেন দক্ষিণ ভারতের এই শহরটিতে। এখনো মনে আছে, কী অসম্ভব জাদুময় ছিল সেই প্রথম দর্শন! কী সুন্দর জায়গা! চারিদিক পরিষ্কার আর সবুজ, খুব সুন্দর আবহাওয়া আর যাতায়াত করাও খুব সহজ! প্রতিটি রাস্তার কোণে ফুল আর মালা পাওয়া যায়, একটা বাসে চেপে পুরো শহরে ঘোরা যায় আর যেকোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে সুষম খাদ্য খাওয়া যায়। এখানে এসে আমরা থাকলাম দশ দিন। ফেরার সময় বাবার হাত ধরে ট্রেনে উঠতে উঠতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—"আবার আসবো, অবশ্যই আসবো।" কিন্তু তখন কি জানতাম, এই শহরই হয়ে উঠবে আমার দ্বিতীয় বাড়ি?

কর্মসূত্রে প্রত্যাবর্তন

বছরের পর বছর কেটে গেল। পড়াশোনা শেষ করে যখন চাকরির খোঁজে ব্যস্ত, তখনই স্বপ্নের চোখে যেন দেখলাম ভাগ্যদেবীর হাসি—বেঙ্গালুরু থেকেই এলো চাকরির প্রস্তাবপত্র। চিঠিটা হাতে নিয়েই মনে হলো—'এই তো, এই সেই শৈশবের প্রতিজ্ঞার ডাক।'

এখানে এসে ভালোই ছিলাম, শুধু একটা-দুটো কারণেই একটু একটু মন খারাপ লাগত—এই শহরে মাছের ঝোল আর ভাত পাওয়া যেত না। আমাদের বাড়িতে মাছ ছিল সবচেয়ে নিয়মিত খাদ্য; মা প্রতিদিন মাছের ঝোল আর ভাত রান্না করতেন আর আমি তাই খেয়ে অফিসে যেতাম। তাই এখানে আসার পর মাছের ঝোল আর ভাত না খেতে পেয়ে বাড়ির কথা ভেবে খুব মন খারাপ লাগত।

আরেকটা কারণ যার জন্য একটু মন খারাপ লাগত সেটা হলো এখানে কোথাও বাংলা বলা যেত না। অফিসে, পিজিতে এত কম বাঙালির উপস্থিতি যে বাংলায় গল্প করার জন্য কাউকেই পাওয়া যেত না।

সে যাই হোক, একটু একটু মন খারাপ মেনে নিয়েই এখানে থাকলাম। কন্নড় ভাষায় কথা বলতে শিখলাম, মাছের ঝোলের বদলে ইডলি-দোসা খেতে শিখলাম। এইসব করে আস্তে আস্তে বেঙ্গালুরুর স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে গেলাম আমি।

দুর্গাপুজোর শূন্যতা

খাওয়া আর কথা বলার অভ্যেস বদলে গিয়ে আর তেমন মন খারাপ লাগত না, কিন্তু আরেকটা কারণে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। জানুয়ারি মাসে বেঙ্গালুরুতে এসেছিলাম, অক্টোবর মাস আসার পর জানলাম যে এখানে দুর্গাপুজো হয় না।

কলকাতায় থাকাকালীন পুজোর মানে ছিল চার দিনের স্বর্গ। সপ্তমী থেকে দশমী—এই চার দিন যেন পৃথিবীটাই অন্য রঙে রাঙিয়ে যেত। আর এখানে? সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী—প্রতিদিন অফিসে যেতাম আর সারাদিন কাজ করতাম। শুধু দশমীর দিন রাতে বাড়ি ফিরে আত্মীয়স্বজনদের ফোন করে "শুভ বিজয়া দশমীর প্রণাম ও শুভেচ্ছা" জানাতাম। তাছাড়া পুজোর সময় আর কোনো উপভোগ ছিল না। অফিসে গিয়ে রোজ আমার শৈশবের পুজোর দিনগুলির কথা মনে পড়ত—পুজোর এক মাস আগে থেকেই বাবার সাথে কাপড় কিনতে যাওয়া, মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই মন্ত্রমুগ্ধকর কণ্ঠ

—"আশ্বিনের শারদ প্রাতে..."; পুজোর প্রতিদিন সকালে স্নান করে পুষ্পাঞ্জলি, সারাদিন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরা, রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা। পুজোর সময়টাতে আমাদের পুরো পরিবার, পুরো পাড়া, পুরো শহর যেন একসাথে থাকত উৎসবমুখর। বেঙ্গালুরুতে এসে পুজোর শূন্যতা পর্যবেক্ষণ করে উৎসবের দিনগুলিতে অনুভব করলাম একাকিত্বের তিক্ততা।

দিল্লির অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা

বেঙ্গালুরুতে দু'বছর থাকার পর বিয়ে হয়ে গেল, স্বামীর সাথে চলে গেলাম দিল্লিতে। আর সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল! দিল্লিতে কী সুন্দর দুর্গাপুজো হয়! কত প্যান্ডেল আছে, কত বাঙালি আছেন! চিত্তরঞ্জন পার্কে গিয়ে মনে হলো—"অরে, এ তো একদম কলকাতার মতোই, এটা তো দিল্লি বলে মনেই হচ্ছে না!"

দিল্লিতে দু'বছর খুব আনন্দে থাকলাম। প্রচুর বাঙালির সঙ্গে আলাপ ও যোগাযোগ ঘটল, প্রচুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখলাম। দিল্লিতে বাঙালি খাবার খুব ভালো পাওয়া যেত আর দিল্লি থেকে কলকাতা যাওয়া অনেক সহজ ছিল।

আবার ফিরে পাওয়া

দু'বছর পরে আবার দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুতে ফিরে এলাম, নতুন চাকরি পেয়ে। এখানে এসে অনেক আনন্দময় আবিষ্কার হলো আমার। দেখলাম—বেঙ্গালুরুতে বাঙালির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, অনেক বাঙালি মিষ্টির দোকান খুলেছে, মাছ-মাংসও প্রচুর জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে যেটা দেখে আনন্দ পেলাম সেটা হলো—বেঙ্গালুরুতে অনেকগুলো বাঙালি দুর্গাপুজো সমিতি খুলে গেছে। সেই সমিতিগুলো অনেক প্যান্ডেলে দুর্গাপুজোর আয়োজন করছে, পুজোর সময় প্রচুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। এখানে ফিরে আসার পর সে বছর খুব আনন্দে কাটল পুজোর দিনগুলো। অনেক প্যান্ডেলে ঘুরলাম, অনেক পুজো দেখলাম, অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম, অনেক গল্প, আড্ডা ও মনোরঞ্জন হলো।

সবচেয়ে বড় পুরস্কার—স্বামীর বাঙালিত্ব গ্রহণ

আরেকটা বিষয় যেটা দেখে সবচেয়ে অবাক আর আনন্দিত হলাম, সেটা হলো আমার অবাঙালি স্বামীর রূপান্তর। তিনি নিজে থেকেই বাংলা কবিতা শুনতে শুরু করেছেন, নাচ-গান উপভোগ করেছেন, মাঝে মাঝে বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন। একদিন স্নানঘর থেকে ভেসে এলো তাঁর গলায় রবীন্দ্রসংগীত—"পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে..." শুনে আমার চোখ ভিজে গেল। বুঝতে পারলাম, ভালোবাসা মানুষকে কত দূর নিয়ে যেতে পারে।

উপসংহার—আমার বেঙ্গালুরু

আজ যখন এইসব পুরোনো অভিজ্ঞতার কথা লিখছি, তখন বুঝতে পারি—এখানে আমরা শুধু প্রবাসী বাঙালি নই, আমরা এই শহরের খাঁটি নাগরিক। তাই তো ভাবি—এই শহর বেঙ্গালুরু কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতীয়দের শহর নয়, এই শহর এখন "বাঙালিরও"।

AASHIYANA DHAR

Whitefield, Bangalore

PARKWAY HOMES DURGA PUJA

emerges as a symbol of

HARMONY AND INCLUSIVITY

The morning mist of Bangalore had barely lifted when the familiar sound of conch pierced the air. The residents of Parkway Homes(PWH) streamed out in their finest attire, hands full of offerings, and hearts full of devotion. It was the time of Durga Puja 2024, a festival that travelled a thousand miles from its birthplace, yet found a home in this cosmopolitan city.

This year PRABHAT, the association of PWH's residents for Bengali harmony and tradition, has stepped into the third year of the Durga Puja celebration. Despite many limitations of being an intra-community puja, PRABHAT has woven a vibe of the best Durga Puja in Rayasandra, Doddanagmangala and Gattahalli areas.

As the pandal comes to life, vibrant with colours and Maa Durga's idol, usually quiet PWH resonates with laughter, songs, and Dhunuchi Dance, complemented by a majestic Aalpona in front of the pandal. It isn't just about replicating a festival; it is about finding a sense of home among people who had left behind their families and birthplaces in what was once an unfamiliar place.

As the symbol of inclusivity, Ravan dahan is celebrated along with residents grooving with the rhythm of dandiya. As we step into Doshomi, residents prepare for immersion, their faces glow in abir after sindoor khela and they sing in unison - Äschhe Bochhor Abar Hobe".

Despite being a gated society, PWH experiences a large turnout during the festival, with residents, their friends, and family from outside the community coming together and savouring the festive and holy moments. The lips-smacking food at the stalls around the pandal amplify their experiences. Many local and global businesses support this festive celebration through partnership and sponsorship. We welcome you to join us and be our guest as we embark on yet another year of Durga Puja celebration at PWH!

বেঙ্গালুরুর সকালের কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি, হঠাৎ শঙ্খধ্বনির সেই চেনা সুর ভেদ করে এল। পার্কওয়ে হোমস (PWH)-এর বাসিন্দারা একে একে বেরিয়ে এলেন তাদের সেরা পোশাকে, হাতে পূজার উপহার, আর মনে অগাধ ভক্তি! শুরু হলো দুর্গাপুজো ২০২৪—এক উৎসব, যা জন্মভূমি থেকে হাজার মাইল দূরে এসেও খুঁজে পেয়েছে আপন ঠিকানা এই মহানগরের বুকে!

এ বছর PWH-র বাসিন্দাদের ঐক্য ও বাংলার সংস্কৃতির প্রতীক—PRABHAT—পা রাখল দুর্গাপুজোর তৃতীয় বর্ষে। সীমিত পরিসরের কমিউনিটি পুজো হলেও, PRABHAT গড়ে তুলেছে রায়াসান্দ্রা, দোড্ডানাগমঙ্গালা এবং গট্টাহল্লি এলাকায় সেরা দুর্গাপুজোর আবহ।

রঙের উচ্ছাস আর মা দুর্গার প্রতিমায় প্রাণ ফিরে পেয়ে প্যান্ডেল যখন আলোয় ঝলমল; তখন নীরব PWH মুখরিত হয়ে ওঠে হাসি, গান আর ঢাকের তালে ধুনুচি নাচের ছন্দে। প্যান্ডেলের সামনে শোভা পায় অপূর্ব আলপনা। এ যেন কেবল একটা উৎসবের নয়—এ যেন নিজের জন্মভূমি থেকে দূরে এসে খুঁজে পাওয়া এক 'নিজের ঘরের' অনুভূতি!

আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে এক অদৃশ্য সেতু, যা বেঁধে রাখে বিভিন্ন পটভূমি আর বিশ্বাসের মানুষদের। নৃত্য, গান আর সুরের মাধ্যমে বাসিন্দারা মেলে ধরেন নিজেদের সাংস্কৃতিক শিকড়, রঙিন বৈচিত্র্যে সাজিয়ে তোলেন পুজোর আবহ।
সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে রাবণ দহন যেমন পালিত হয়, তেমনি সবাই মেতে ওঠেন ডান্ডিয়ার তালে। দশমীর দিন শুরু হয় সিঁদুর খেলায়, আবিরে রঙিন মুখে বাসিন্দারা যখন বলেন—'আসছে বছর আবার হবে', তখন মিশে যায় এক অদ্ভুত আনন্দ আর আবেগের স্রোত।

গেটেড কমিউনিটি হলেও পুজোর সময়ে PWH-তে উপচে পড়া ভিড় হয়—বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা মিলেমিশে উপভোগ করেন উৎসবের পবিত্র মুহূর্তগুলি। প্যান্ডেলের চারপাশের স্টলে সাজানো মুখরোচক খাবার বাড়িয়ে দেয় উৎসবের আমেজ। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পার্টনারশিপ আর স্পনসরশিপের মাধ্যমে যুক্ত হয় এই উৎসবের সঙ্গে।

আমরা আপনাদের আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—আসুন, আমাদের অতিথি হোন, আর পার্কওয়ে হোমসে দুর্গাপুজোর এই আনন্দযাত্রায় শরিক হয়ে গড়ে তুলুন নতুন স্মৃতি!

Julfikar & Abir

MEMBERS OF PRABHAT

পুজো!

শ্রী অমিত লস্কর : Whitefield, Bangalore

কাশফুল এসে গেছে দিগন্তে,
উৎসব কথা বলছে মনের প্রান্তে।
সব দুঃখগুলো পুরে দিই মোড়কে,
মা পৌঁছে যাবেন কোন ফাঁকে।
চার দিনের উচ্ছাস, বছরভর প্রতীক্ষার শেষে,
পুজো নিয়ে পাগলামি, খুব খুব ভালোবেসে।

জাঁক নাই বা হলো, বাহন সিংহ হোক জমাট;
ফোলা কেশর নিয়ে হিংস্রতার চিত্রপট।
জীবনে অসুরদের অসম লড়াই দিবানিশি,
মণ্ডপে মায়ের পদতলে , পরাজিত সৈনিকের বাঁশি।
বিসর্জনের সময় শোভাযাত্রা, ব্যাকরণ ভাঙ্গা নাচ;
উদাস করে দেওয়া বিষন্নতা তারপর,
আগামী বছর উৎসব সেই একই ছাঁচ।।

BBV UTSAV

PASS ON OUR HERITAGE AND LEGACY TO THE NEXT GENERATION!

"শারদ সূর্যের প্রথম রঙে , শঙ্খের ধ্বনিতে ভরে ওঠে আকাশ,
প্রশ্নটি আসে - 'আমরা কি মা-কে আনতে পারি আমাদের নতুন ঘরে?"

Durga Puja at **Brigade Buena Vista** did not begin with grandeur. It began with that question — a spark of longing and love. In 2022, a handful of residents gathered with hope and devotion, and our Puja was born. Despite humble beginnings, BBV Utsav has grown into a grand celebration, showcasing the true spirit of Bengal's Durga Puja. People from every corner of India and beyond joined in, making it a festival of togetherness. What followed was nothing short of divine orchestration. Each year, BBV Utsav grew — not just in scale, but in soul. From the first Pushpanjali to the final Sindoor Khela, our Puja became a mirror of our collective spirit. Elders shared rituals, children danced with abandon, and neighbors became family. The ground transformed into a sacred space where tradition met tenderness.

We didn't just celebrate Durga Puja. We built a movement of **Bhakti and Belonging**.

Our **Anandamela** is a celebration of local talent — home chefs, resident entrepreneurs, and youth innovators come together to create a bazaar of flavors and ideas. Cultural evenings feature everything from **Dhunuchi Naach to Dandiya**, with performances that bridge generations and backgrounds.

Behind the scenes, **volunteers** worked silently — stringing fairy lights in the rain, managing logistics with grace, and ensuring every guest felt seen. Their seva is the soul of BBV Utsav.

We embraced sustainability, digital outreach, and inclusive planning, always asking: How can we do better, together? This year, we've deepened our commitment to eco-consciousness — using sustainable decor, reducing waste, and promoting mindful celebration. Our digital outreach has expanded, allowing us to share stories, rituals, and reflections with a wider audience. Our souvenir book captures this journey — not just the events, but the emotions. It honours the unsung heroes, the artists, the sponsors, and every soul who helped transform vision into experience. **Ashche Bochor Abar Hobe** — not just as a promise, but as a prayer. That we continue to grow, to serve, and to celebrate Together. BBV Utsav is more than a festival — it is a testament to devotion, diversity, and unity.

ব্রিগেড বুয়েনা ভিস্তায় দুর্গাপূজা কোনো আড়ম্বর দিয়ে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল একটি প্রশ্ন দিয়ে—ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষার এক স্ফুলিঙ্গ দিয়ে। ২০২২ সালে, কয়েকজন বাসিন্দা আশা ও ভক্তি নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন, আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় আমাদের পূজা। সাধারণ সূচনার পরেও, BBV উৎসব আজ এক বিশাল উদ্‌যাপনে পরিণত হয়েছে, যা বাংলার দুর্গাপূজার আসল রূপ তুলে ধরে। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে এবং দেশের বাইরের মানুষও যোগ দিয়েছেন, এটিকে এক মিলনের উৎসবে পরিণত করেছেন। এরপর যা ঘটল তা ছিল এক দৈব সৃষ্টি!

প্রতিটি বছর, BBV উৎসব শুধু পরিসরে নয়, আত্মাতেও বড় হয়েছে। প্রথম পুষ্পাঞ্জলি থেকে শেষের সিঁদুর খেলায়, আমাদের পূজা হয়ে উঠেছে আমাদের সম্মিলিত চেতনার প্রতিচ্ছবি। প্রবীণরা শিখিয়েছেন আচার, শিশুরা নেচেছে মুক্ত মনে, আর প্রতিবেশীরা হয়ে উঠেছে পরিবার।

আমরা শুধু দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করিনি। আমরা ভক্তি ও একাত্মতার এক মেলবন্দন গড়ে তুলেছি।

আমাদের আনন্দমেলা যেন স্থানীয় প্রতিভার উৎসব—হোম শেফ, আবাসিক উদ্যোক্তা এবং তরুণ উদ্ভাবকেরা মিলে সাজিয়ে তোলে স্বাদ ও ভাবনার এক বাজার!
সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা জুড়ে থাকে ধুনুচি নাচ থেকে ডান্ডিয়া পর্যন্ত!

পর্দার আড়ালে, স্বেচ্ছাসেবকেরা নীরবে কাজ করেন —বৃষ্টিতে ফেয়ারি লাইট লাগানো থেকে শুরু করে, সুচারুভাবে লজিস্টিকস সামলানো এবং প্রত্যেক অতিথিকে স্বাগত জানানোর জন্য। তাদের সেবা BBV উৎসবের প্রাণ!

এই বছর, আমরা পরিবেশবান্ধব উদ্‌যাপনে আরও জোর দিয়েছি—টেকসই সাজসজ্জা, বর্জ্য হ্রাস এবং সচেতন উদ্‌যাপনকে উৎসাহিত করেছি। আমাদের ডিজিটাল সংযোগ বেড়েছে, যার মাধ্যমে গল্প, আচার এবং অনুভূতি আরও বড় পরিসরে পৌঁছেছে। আমাদের স্মারক বইটি ধরে রেখেছে এই যাত্রাকে—শুধু অনুষ্ঠান নয়, আবেগকেও। এটি সম্মান জানায় নেপথ্যের নায়কদের, শিল্পীদের, স্পনসরদের এবং প্রত্যেকটি প্রাণকে যারা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

আসছে বছর আবার হবে—শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, প্রার্থনা হিসেবে। আমরা যেন একসাথে বেড়ে উঠি, সেবা করি, আর উদ্‌যাপন করি।
BBV উৎসব শুধুই উৎসব নয়—এটি ভক্তি, বৈচিত্র্য এবং ঐক্যের এক অটুট দলিল।

এখানে আপনার ব্যবসার বিজ্ঞাপন দিতে চান ?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

ইমেল: mail.BongTales@gmail.com
ইনস্টাগ্রাম: @BongTalesFromBangalore
ফেসবুক: @BongTalesFromBangalore

BENGALURU SREEHATTA SAMMELANI

Bengaluru Sreehatta Sammelani (BSS) - a socio-cultural association, was founded in 2005 and has transformed into being a compelling force of Sylheti Culture in Bengaluru that binds us all with the ethos of togetherness. The first Durgotsav was celebrated in 2019 and even continued during the COVID-related lockdown years. 2025 marks the 7th edition of our puja, which began as an initiative of a few like-minded, culturally driven individuals to recreate our cultural roots and aura of Durga Puja magic in Karnataka.

2025 puja theme amalgamates the diverse culture of Northeast India with the culture of Karnataka - as a tribute to the land where we live. This uniqueness emerges from the fact that all the designs and planning are being jointly done and single-handedly led by our community members. While you are marvelling at the rich Karnataka culture in our pandal, don't forget to participate in daily Anjali, Bhog, Dhunichi naach, cultural programmes, adda and dhamaail - a traditional dance form of Sylhet.

We welcome all to participate in the puja, partake of bhog and perform dhamaail with us. Block your dates for an exciting evening with live bands who are all set to entertain you - get ready to get entrenched in nostalgia with a foot-tapping performance. MahaNabami will see us doing "hoi-huLLUr" on garba songs and creating the crescendo with the dandiya DJ. Don't miss it. Durga Puja is an emotion for all Bengalis; join us in this grandest celebration and create LIFELONG memories!

উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণের মাটিতে—আমাদের পুজো, আমাদের গর্ব।

২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করে আজ বেঙ্গালুরুর বুকে শিলেটি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। একতার এই মেলবন্ধনই আমাদের মূল শক্তি। ২০১৯ সালে প্রথম দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়, এবং কোভিডের কঠিন সময়েও সেই ধারাবাহিকতা থেমে যায়নি। এ বছর আমরা উদযাপন করছি সপ্তম বর্ষের পুজো—যার সূচনা হয়েছিল কিছু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের স্বপ্ন থেকে, কর্ণাটকে দুর্গাপুজোর জাদু আর আমাদের শেকড়ের গন্ধ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে।

২০২৫ সালের পুজোর থিমে রয়েছে এক অভিনব মেলবন্ধন—উত্তর-পূর্ব ভারতের বহুমুখী সংস্কৃতি আর কর্ণাটকের ঐতিহ্যকে একসঙ্গে তুলে ধরা, এই ভূমিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেখানে আমরা থাকি। সবচেয়ে বড় কথা, প্যান্ডেল থেকে সাজসজ্জা—সবই আমাদের কমিউনিটির সদস্যদের পরিশ্রম ও সৃজনশীলতায়। প্যান্ডেলে পা রাখলেই পাবেন কর্ণাটকের ঐতিহ্যের ছোঁয়া, আর সেইসঙ্গে বাঙালির আবেগের সব রঙ—অঞ্জলি, সুস্বাদু ভোগ, ধুনুচি নাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আড্ডা ও শিলেটি ধামাইল। আসুন, আনন্দ ভাগ করুন—ভোগে, গানে, নাচে।

আরও রয়েছে বিনোদনের আয়োজন—লাইভ ব্যান্ডের অসাধারণ পারফরম্যান্স, যা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নস্টালজিয়ায় । মহা নবমীর রাত হবে অন্যরকম—গরবা গানের তালে “hoi-huLLUr” আর ডান্ডিয়া ডি.জের দারুণ বিটে মাতানো এক রাত।

দুর্গাপুজো শুধু উৎসব নয়, বাঙালির কাছে আবেগের নাম। তাই আসুন, একসঙ্গে উদযাপন করি এই আনন্দ, আর তৈরি করি স্মৃতি—যা থাকবে সারাজীবন!

পুজো: উৎসবের সীমানা পেরিয়ে!

সঞ্জীবনী সাহা সিগেহাল্লি, বেঙ্গালুরু

শরতের আকাশ, শিউলি ফুলের গন্ধ, মৃদু মন্দ বাতাসে উৎসব এর উত্তেজনা জানান দেয় একটাই বার্তা — পুজো এসে গেছে। বাঙালির কাছে গোটা বছর টা যেন এক ভাগ পুজো আর তিন ভাগ পুজোর অপেক্ষা। আমিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নই। প্রবাসে বড় হওয়া সত্ত্বেও, ওপার বাংলার লোকেরা যাকে “বাসা” বলে — কলকাতা আমার কাছে তাই। এবং পুজো বছরের সেই সময়, যখন আমি এই বাসায় ফেরত যেতে পারি। তাই পুজো মানে আমার কাছে অনেক কিছুই।

পুজো মানে বুকের ভেতর অদ্ভুত অনুভূতি।
পুজো মানে মহালয়াতে চন্ডী পাঠের রীতি।
পূজো মানে পরীক্ষার মাঝে জামা কেনার উৎসাহ।
পুজো মানে মায়ের অপেক্ষায় কাটালাম গোটা বছর।
পুজো মানে মায়ের মুখের এক ঝলকেই শান্তি।
পুজো মানে অষ্টমী তে শাড়ি পরে অঞ্জলি।
পুজো মানে ঠাকুর দেখে ভোর বেলা দেব ঘুম।
পুজো মানে হাফ প্লেট চাউমিন, সাথে হবে এগ রোল।
পুজো মানে সারা শহর জুড়ে যেন আলোর বাসর।
পুজো মানে শঙ্খের সুরে নেচে ওঠা এই মন।
পুজো মানে হোর্ডিং এ “শুভ শারদীয়া” বিজ্ঞাপন।
পুজো মানে ধর্ম, জাতির উর্ধ্বে মানুষের সমাগম।
পুজো মানে বহুকাল পর সেই আত্মীয়দের দেখা।
পুজো মানে প্যান্ডেল এ ঘুরে রাতভর জেগে থাকা।
পুজো মানে অলিতে গলিতে স্পিকার এ বাংলা গান।
পুজো মানে উলুধ্বনি, আর বেজে উঠেছে ঢাক।
পুজো মানে ভিড়ে ঠেলা ঠেলি, চেঁচামেচি আর ধাক্কা।
পুজো মানে পাড়ার প্যান্ডেল এ বসে কাকা জ্যাঠাদের আড্ডা।
পুজো মানে আরতির ঘন্টা আর ধুনুচির ধোঁয়া ।
পুজো মানে সারা পৃথিবী ঘুরে অবশেষে ঘরে ফেরা।
পুজো মানে দশমী তে দেখি আমি মায়ের চোখে জল।
পুজো মানে ভাষানের সুর, সিন্দুর খেলার কলরব।
পুজো মানে আর কটা দিন মা থেকে গেলে ভালো হতো।
পুজো মানে আসছে বছর আমি আবার ফেরত আসবো।

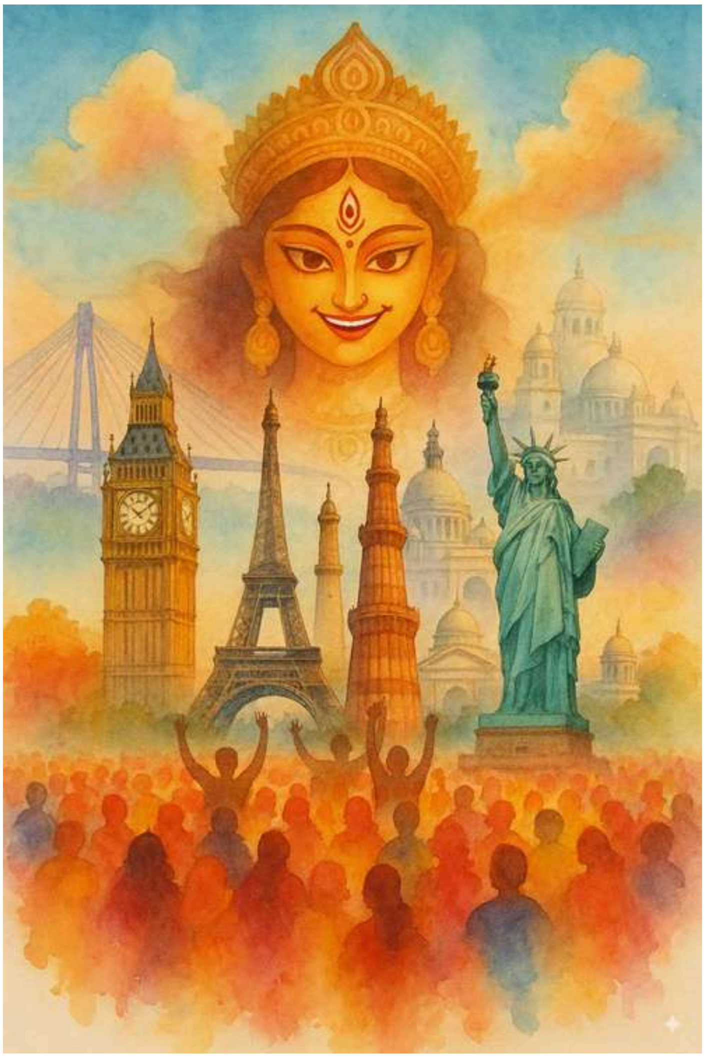

তাই হয়তো আমাদের সকলের কাছে পুজো উৎসবের চেয়েও অনেক বড়। এটা এমন একটা সময় যখন আমরা সবাই জীবনের সব আঘাত, সব দু:খ ভুলে, আনন্দে মেতে উঠি। আমার মনে হয় আমি প্রবাসী বলেই আমার পুজোর প্রতি এতটা টান। প্রবাসে বড় হয়ে মাতৃভাষা বাংলার সাথে যোগাযোগ রাখা টা কোনো সহজ কথা নয়। মাঝে মাঝে ভয় হয় — যদি নিজের শেকড় ভুলে যাই? তাই আমার কাছে পুজো যেন সেই শেকড়কে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার প্রতীক, যেন আমার ঐতিহ্য, আমার সংস্কৃতি কে জাপটে জড়িয়ে ধরার প্রতীক। আর এই অনুভূতি আমার একার নয়। এই অনুভূতি আছে বলেই আজ লন্ডনে, বেঙ্গালুরু তে, শিকাগো তে, এমন কি সুদূর ইথিওপিয়াতেও দূর্গা পুজো করা হয়। বাঙালি যেখানে যায়, মা দূর্গা (এবং মহিষাসুর!) কেও নিয়ে যায়। আর এই ভাবেই বেঁচে থাকে বাংলা ও বাঙালী|

TRIPURA MONDOLI BENGALURU DURGA PUJA

Since 2004 ● Subir Deb ● Bangalore

In 2004, a few families from Tripura and Bengal lit the first lamp of Tripura Mondoli Bengaluru (TMB), a socio-cultural association registered under the Karnataka Government, with their inaugural Saraswati Puja. It wasn't just an event—it was the beginning of a tradition transplanted to a new land. That seed grew into Agomoni, TMB's Durga Puja, aptly named for the arrival of the Goddess.

TMB's first Durga Puja took place in 2008 at Indiranagar's Parimala Sabhagruha Hall, marking the start of a heartfelt tradition away from home. Over time, Agomoni has become an emotional anchor, a bridge connecting Tripura's heritage with Bengaluru's vibrance. For five days, a venue in Bengaluru transforms into a slice of Tripura—echoing dhaak beats, incense fragrance, and the chatter of families reunited. Today, it welcomes Tripuris, Bengalis, and culture-loving Bangaloreans under one canopy of nostalgia and devotion.

Roots and Reverence: Centuries old Royal Traditions of Tripura

Durga Puja in Tripura traces back over 500 years, initiated by the Tripura's royal dynasty during their capital at Udaipur in the early 16th century. It later moved through

Amarpur and Puran Habeli before se ling in Agartala with the construction of the 'Durgabari Temple' by Maharaja Krishna Kishore Manikya in 1838.

The Durgabari Puja is notable for its royal precision. This temple's celebrations are unique in their depiction of a two-armed Durga — a rarity in Bengal but an identity marker for Tripura's rituals. For over 150 years, the temple has witnessed the same sequence of daily ceremonies, a tradition uninterrupted through changing times. On Dashami, the Tripura State Rifles give a ceremonial gun salute before the immersion, and the air fills with the solemnity of farewell.

Beyond Durgabari, Tripura's Durga Puja heritage extends into villages and small towns, where the festivals often reflect a more personal scale. TMB carries this legacy with sincerity, replicating key rituals like Pushpanjali, Arati, and Homa. Inspired by Tripura's "Ghoroya" (homely) puja traditions, TMB blends authenticity with

warmth, recreating textures of home—from mantra chanting to the taste of bhog served on banana leaves.

A New Adobe for Maa Durga: Durgabari to Doorvani Nagar

Agomoni today is a vibrant five-day celebration at Doorvani Nagar's Sainik Welfare Centre. Each day begins with puja rituals and Pushpanjali, followed by bhog. Afternoons are filled with chatter over tea and singara, while evenings sparkle with cultural programs—from Rabindra Sangeet and Tripuri folk dance to modern bands and English rock. Performers range from toddlers to seniors, showcasing the blend of tradition and modernity that defines Agomoni.
The puja beautifully combines intimate devotion (Ghoroya Puja) with grand community spirit (Barowari Puja), welcoming people beyond the Tripura diaspora, spreading the message that culture grows richer when shared.

Making a Difference: Blending Devotion, Culture & Care

Highlights include the spiritually significant Kumari Puja on Maha Ashtami under the guidance of Ramakrishna Mission, and community outreach programs such as hosting local orphanage children for festive meals and games. These initiatives reflect TMB's ethos of compassion and inclusion.

Malancha: The Voice of the Community

Durga Puja is incomplete without a Puja Barshiki. For TMB, this comes in the form of their annual souvenir, Malancha.
Named after the house where Tagore stayed during his 1919 Agartala visit, is a platform for poems, essays, and nostalgic writings—a living archive of the community's cultural journey.

Tripura Proyash, Bengaluru: Purpose Beyond Festivity

Since 2011, TMB members have supported Proyash, an NGO that funds education for underprivileged students, offering scholarships and mentorship. Many alumni have become engineers, doctors, and teachers, creating a cycle of empowerment that extends beyond the Puja grounds.
Proyash offers scholarships that can cover significant portions of tution and living expenses, often exceeding ₹50,000 per student per year.
Other initiatives include blood donation camps, orphanage support, and aid for old age homes—true to the motto, 'Give Back to Society.'

A Festival of Memory and Belonging

For Tripuris in Bengaluru, Agomoni is more than a festival—it is an affirmation that traditions can travel and thrive. From dhaak beats in a distant city to children learning dhunuchi naach, every detail keeps roots alive. The Goddess may leave after five days, but the bonds of culture and community last all year.
That is the true essence of Tripura Mondoli Bengaluru Durga Puja.

ত্রিপুরা মণ্ডলী বেঙ্গালুরু দুর্গাপূজা – 'আগমনী': ঘর থেকে দূরে পুজোর গন্ধ

২০০৪ সালে ত্রিপুরা ও বাংলার কিছু পরিবার শুরু করেছিল ত্রিপুরা মণ্ডলী বেঙ্গালুরু (টিএমবি)-র যাত্রা, এক ছোট্ট সরস্বতী পুজোর মাধ্যমে। সেটি ছিল কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, এক নতুন ঐতিহ্যের বীজ বপন। সেই বীজই আজ রূপ নিয়েছে 'আগমনী'-তে—টিএমবির দুর্গাপূজা, যার নামই জানান দিচ্ছে দেবীর আগমনের আনন্দ।

টিএমবির প্রথম দুর্গাপূজা হয়েছিল ২০০৮ সালে ইন্দিরানগরের পরিমল সভাগৃহ হলে। তারপর থেকে আগমনী বেঙ্গালুরুর প্রাণকেন্দ্রে ত্রিপুরার ঘরোয়া আবহ ফিরিয়ে আনে। আজ পাঁচ দিনের এই উৎসবে বাজে ঢাকের আওয়াজ, ধূপের গন্ধে মাখা পরিবেশে মিলিত হয় ত্রিপুরার, বাংলার এবং সংস্কৃতিপ্রেমী বেঙ্গালুরুর মানুষ।

ঐতিহ্যের শিকড়

ত্রিপুরায় দুর্গাপুজোর ইতিহাস ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। উদয়পুর থেকে শুরু করে আগরতলায় স্থানান্তরিত হয় পুজো| ১৮৩৮ সালে মহারাজা কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য গড়ে তোলেন দুর্গাবাড়ি মন্দির। এখানে মা দুর্গার অনন্য দ্বিভুজ মূর্তি আজও রাজবংশীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। এখনও পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতায় পালিত হয় আচার-বিধি, দশমীতে হয় রাজকীয় বন্দুক স্যালুট।

ত্রিপুরা মণ্ডলী এই ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। 'ঘরোয়া' পুজোর আবহ এনে, মন্ত্রোচ্চারণ থেকে শুরু করে কলাপাতায় ভোগ—সবকিছুতেই মেলে শিকড়ের টান।

মায়ের নতুন ঠিকানা

বর্তমানে আগমনী আয়োজিত হয় দূরবানী সৈনিক কল্যাণ কেন্দ্রে। প্রতিদিন থাকে পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগ আর সবার আড্ডা। সন্ধ্যায় জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—রবীন্দ্রসঙ্গীত, ত্রিপুরার লোকনৃত্য, নাটক, ব্যান্ড মিউজিক, এমনকি ইংরেজি গানও। ছোট থেকে বড়—সবাই মেতে ওঠে আনন্দে।

এখানে ঘরোয়া ভক্তি আর বারোয়ারি আনন্দ মিলেমিশে একাকার—ত্রিপুরার গণ্ডি পেরিয়ে সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে ওঠে দুর্গাপুজো।

ভক্তি, সংস্কৃতি আর সামাজিক দায়িত্ব

মহাষ্টমীতে কুমারী পুজো হয় রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে। পাশাপাশি অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য ভোজ আর খেলাধুলার আয়োজন—এমনই ভালোবাসা মেশানো কর্মসূচি এই পুজোর বিশেষ পরিচয়।

উৎসবের বাইরে – 'প্রয়াস'

২০১১ সাল থেকে, টি.এম.বি. (ত্রিপুরা মণ্ডলী বেঙ্গালুরু)-এর সদস্যরা সমর্থন দিয়ে আসছেন প্রয়াস নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে, যা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য অর্থ সহায়তা, বৃত্তি এবং পরামর্শ প্রদান করে। প্রয়াসের সহায়তায় অনেক শিক্ষার্থী আজ ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক ও শিক্ষক হিসেবে সমাজে সাফল্য পেয়েছেন!

প্রয়াস প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য বছরে ₹৫০,০০০ অবধি বৃত্তি প্রদান করে, যা শিক্ষার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক খরচও বহন করতে পারে! এছাড়াও রক্তদান শিবির, অনাথ আশ্রমে সহায়তা এবং বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের মতো নানা সামাজিক উদ্যোগ রয়েছে—যা তাদের মূলমন্ত্র 'সমাজকে ফিরিয়ে দাও'-এর প্রকৃত প্রতিফলন।

'মালঞ্চ' – স্মৃতির আঙিনা

বার্ষিক স্মারক 'মালঞ্চ', যার নামকরণ করা হয়েছে সেই বাড়ির নামে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালে আগরতলা সফরে অবস্থান করেছিলেন, একটি প্ল্যাটফর্ম কবিতা, প্রবন্ধ এবং নস্টালজিক লেখার জন্য—যা এই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক যাত্রার এক জীবন্ত দলিল।

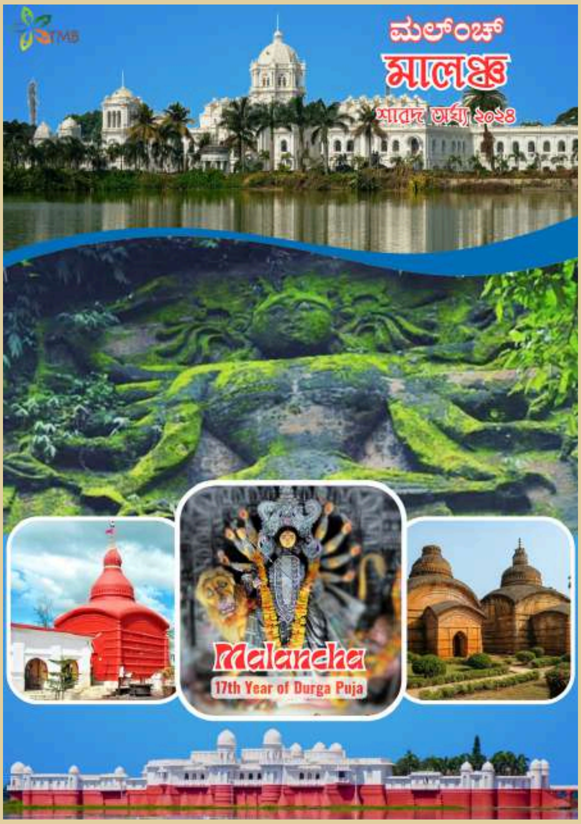

স্মৃতি আর আত্মীয়তার উৎসব

বেঙ্গালুরুতে ত্রিপুরাবাসীর কাছে আগমনী শুধু পুজো নয়—একটি প্রতিশ্রুতি যে, শিকড়ের আবেগ হারিয়ে যায় না। ঢাকের শব্দে, ধুনুচির নাচে, খিচুড়ির গন্ধে আজও বাঁচে সেই ঐতিহ্য।

এই-ই ত্রিপুরা মণ্ডলী বেঙ্গালুরুর দুর্গাপুজোর আসল সুর।

-নীলাঞ্জনা দত্ত

নয়ডা

শরৎ এলো ওই।

-রীতা রায় চৌধুরী

সিগেহাল্লি, বেঙ্গালুরু

শ্রাবণ শেষে বর্ষা যখন নিল বিদায়।
আলোয় ভরা আকাশ, চেয়ে, কার প্রতিক্ষায়।
বাঁধন টুঁটে পড়লো ঝরে,
শিউলি ফুলের রাশি।
বনে বনে উঠলো ফুটে
আলোর কমল খানি।

বাতাস কেমন মাতিয়ে বেড়ায়
কচি ধানের শীষের আগায়।
বনদেবীর আঙ্গিনা তে,
শঙ্খ বেজে ওঠে
নাচের কাঁপন জাগে, আজ
কাশ ফুলেদের গায়ে
শিশির স্নাতা মাটির বুকে,
স্বর্ণালী রোদ, ঝিলিক হানে।
সবাই যেন আজ কিসের প্রতিক্ষায়।

তরঙ্গ ওই নদীর জলে,
বন গিরি পথ মাতে উল্লাসে।
আনন্দীনি উমা, মোদের আসছে,আবার একটি বছর পরে।

শরতরানীর বাণী বাজে, আকাশ বাতাস জুড়ে।
সবার মনে, আগমনীর
সুরটি ওঠে বেজে। ।

Want your **Bengali events and businesses** in Bangalore to reach more people? **Bong Tales From Bangalore** can help you through our presence on **YouTube, Facebook, and Instagram**. We promote **Bengali culture, celebrations, and businesses** to an engaged audience.
From **event promotions and business features to social media campaigns and collaborations**, we offer effective ways to boost your reach. Whether it's a program, festival, or business, we'll showcase it to the right audience.
Contact us today for promotions and collaborations and make your event or business stand out in **Bangalore's Bengali community**!

@BongTalesFromBangalore

ADDA SUMADHURA EDEN GARDEN DURGA PUJA

শুধু উৎসব নয়, এ এক পরিবার!

দুর্গাপূজা শুধুই একটি উৎসব নয়—এটি এক অনন্য অনুভূতি, যা হৃদয়কে এক করে, পরিবারকে কাছে আনে, আর জীবনে গেঁথে দেয় অমূল্য স্মৃতি। আমরা যারা নিজেদের শহর থেকে দূরে থাকি, তাদের জন্য একসময় এই অনুভূতি ছিল শুধুই স্মৃতির ঝাঁপি। কিন্তু ২০২২ সালে সুমধুরা ইডেন গার্ডেন-এর বাসিন্দারা প্রথম পদক্ষেপ নিলেন—এই পূজার আবহ নিজেদের পরিসরে নিয়ে আসার।

সেই ছোট্ট শুরু ২০২৩ সালে পেল নতুন রূপ, যখন আগমনী ডোড্ডাবানাহাল্লি দুর্গোৎসব অ্যাসোসিয়েশন (ADDA) আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হলো। আর তারই অন্তর্গত হয়ে নতুন রূপে শুরু হলো সুমধুরা ইডেন গার্ডেন দুর্গাপূজা—যা আজ সবার কাছে পরিচিত SEG Durga Puja নামে।

তারপর থেকে আড্ডা সুমধুরা ইডেন গার্ডেন দুর্গাপূজা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে এমন এক আসরে, যেখানে সাবেকিয়ানা আর আধুনিকতা হাত ধরাধরি করে চলে। কলকাতা থেকে আনা ঢাকির তাল, অঞ্জলি ও কুমারী পূজার ভক্তি, ভোগ নিবেদনের উষ্ণতা, আর সঙ্গীত-নৃত্য-নাটকে ভরপুর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা—সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে সেই চেনা আবহ, যা আমাদের ছোটবেলার পূজার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

প্রতিটি মুহূর্ত ভরে ওঠে আনন্দে, নস্টালজিয়ায় আর একাত্মতার আবেশে।

আমাদের পূজার মূল শক্তি—একতা। সুমধুরা ইডেন গার্ডেন-এর প্রতিটি পরিবার মনের টানেই এগিয়ে আসে, ভালোবাসা আর শ্রম ঢেলে দেয় মা দুর্গার আগমনকে সফল ও স্মরণীয় করে তুলতে।

আমরা এখনও তরুণ, বছরের হিসাবে আমাদের যাত্রা দীর্ঘ নয়। কিন্তু একতা, আবেগ আর নিষ্ঠা দিয়ে আমরা সেই ঘাটতি পূরণ করেছি। প্রতি বছর শুধু আকারে নয়, হৃদয়ের গভীরতায়ও আমাদের পূজা বেড়ে ওঠে—যেখানে আশেপাশের পরিবারগুলো বিভিন্ন সোসাইটি থেকে জড়ো হয়, ঐতিহ্য আর আধুনিকতা মিলেমিশে এক হয়ে যায়, আর প্রত্যেকেই খুঁজে পায় ঘরের স্বাদ।

এই বছর আমরা পা রাখছি সুমধুরা ইডেন গার্ডেন দুর্গাপূজা ২০২৫-এ। আপনাদের সবার কাছে আমাদের আন্তরিক আমন্ত্রণ—আসুন, একসাথে মা দুর্গাকে বরণ করি ভক্তি, হাসি আর একাত্মতার আনন্দে।

আমাদের কাছে এই পূজা শুধুই উৎসব নয়—এটি ঘরের আবেশ খুঁজে পাওয়ার এক যাত্রা, ঠিক এখানেই, সুমধুরা ইডেন গার্ডেনে।

Beyond a Festival, It's Family!

Durga Puja is not just a festival—it is an emotion that binds hearts, brings families together, and creates memories that last a lifetime. For many of us who live away from our hometowns, that emotion once remained only in nostalgia. But in 2022, the residents of Sumadhura Eden Garden took the first step to bring the essence of Durga Puja into our own community. What began as a humble attempt soon took shape in 2023, when the Agomoni Doddabanahalli Durgotsav Association (ADDA) was formally registered. Under its banner, Sumadhura Eden Garden Durga Puja—popularly known as SEG Durga Puja—was born.

Since then, ADDA Sumadhura Eden Garden Durga Puja has grown into an occasion where tradition and modernity blend seamlessly. The soulful beats of dhakis brought from Kolkata, the devotion of anjali and kumari puja, the warmth of bhog nivedan, and the vibrancy of cultural evenings filled with music, dance, and theatre—all recreate the cherished atmosphere of our childhood celebrations. Every moment is steeped in joy, nostalgia, and the comfort of belonging.

At the heart of this puja lies unity. The entire Sumadhura Eden Garden family comes together, contributing their time, effort, and love to make Maa Durga's arrival a grand and memorable celebration.

We are still young, and our journey may be short in years. But what we lack in time, we make up for in unity, passion, and sincerity. Each year, we grow not just in scale but in spirit—becoming a destination where families from nearby societies gather, where tradition meets modernity, and where everyone finds a taste of home.

This year, as we step into ADDA Sumadhura Eden Garden Durga Puja 2025, we extend our heartfelt invitation to you—come, let us welcome Maa Durga together, with devotion, laughter, and the joy of togetherness.

For us, this is not just a celebration—it is a journey of rediscovering home, right here in Sumadhura Eden Garden.

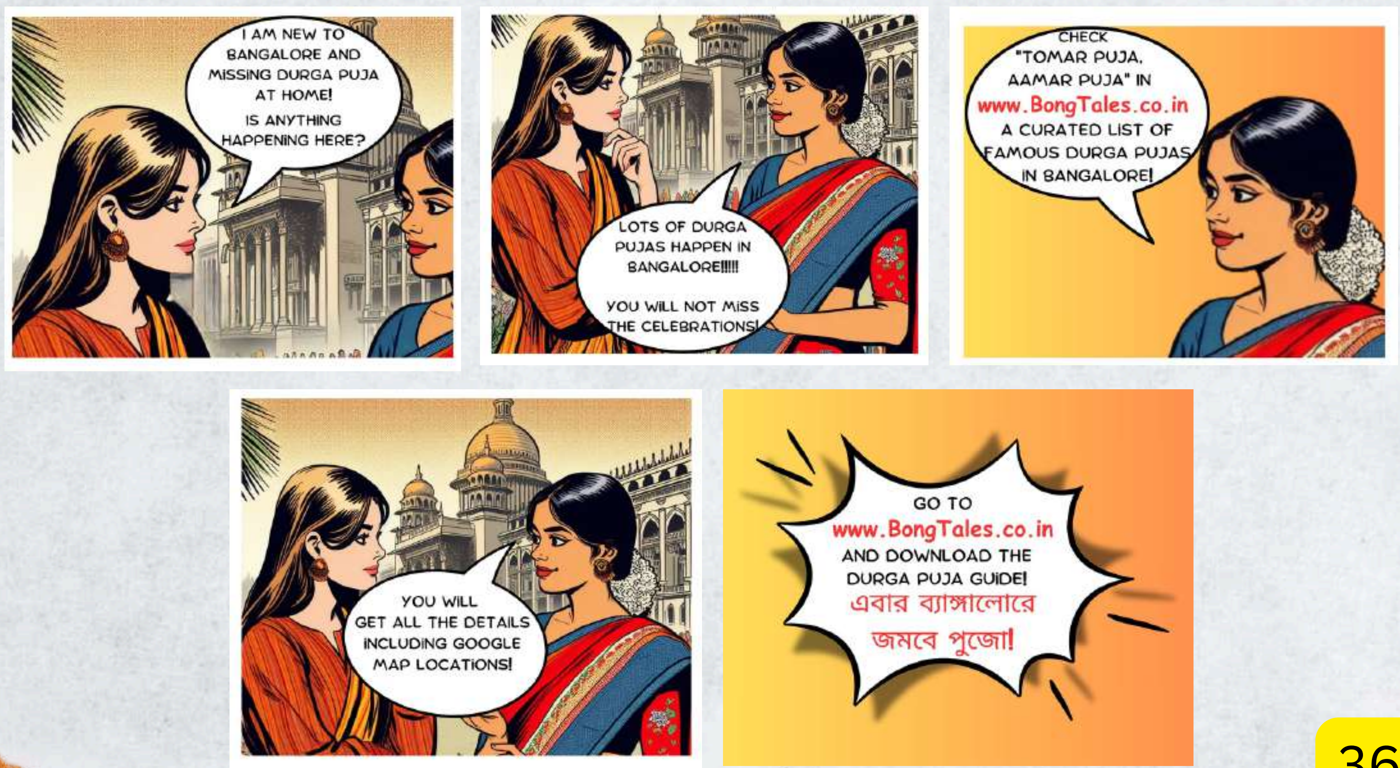

EBCA DURGA PUJA

OUR JOURNEY AND SPIRIT

EBCA's story began in 2018, when more than 200 families in Kadugodi, Belathur came together to celebrate the first Durga Puja in the area. What started as a small dream soon grew into one of the most vibrant community celebrations in Whitefield. For everyone involved, it was not just about worship; it was about creating a home away from home, where traditions could flourish and people could connect across generations.

From the very beginning, EBCA stood apart for the way it organized its events. Each year, the association worked to add unique touches to the celebrations, making the Puja more than a religious festival—it became a cultural movement. In 2019, EBCA was the first in Whitefield to associate with Inorbit Mall for hosting the grand Mahalaya event. This pioneering effort gave Durga Puja in Whitefield a new platform and visibility, setting a benchmark for others to follow. Since then, the Mahalaya celebrations at Inorbit Mall have become a cherished tradition, one that brings the wider community together in anticipation of the festival. And ever since we have been partnering with Nexus Malls and Orion Malls.

Resilience has been another defining feature of EBCA. When the COVID-19 pandemic brought life to a standstill, many associations were forced to cancel or pause their celebrations. EBCA, however, continued its Durga Puja without a single break, adapting to the challenges with responsibility and care. It was one of the very few associations in Bengaluru to do so, proving that devotion and community spirit could overcome even the most difficult of times.

Each passing year has seen EBCA grow stronger and more inclusive. The association has built a reputation for encouraging participation from all—whether you are 5 or 80, if you are culturally inclined and enthusiastic, you are welcome. This inclusiveness has become the soul of EBCA, making it feel like a true family.

In 2025, EBCA celebrates its 8th consecutive Durga Puja, and this year's theme is especially close to our hearts. We are recreating the charm of Kolkata's iconic Maddox Square right here in Bengaluru. The "Maddox Square of Bangalore" will be a vibrant space filled with culture, art, and community spirit. To bring Bengal alive in our favourite city, we are collaborating with traditional Patachitra artists, curating a special Book Fair, and partnering with the prestigious Chitrakala Parishad.

Looking back, EBCA's journey has been about more than 500 families and eight years of uninterrupted celebration. It has been about resilience, inclusivity, innovation, and growth. From the very first Puja at Kadugodi in 2018 to the Maddox Square, theme in 2025, EBCA has continuously evolved, weaving tradition with creativity. This year, as we gather once again, we celebrate not only the Goddess but also the enduring spirit of a community that grows stronger with every Puja.

EBCA'র গল্প শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে, যখন কাডুগডি আর বেলথুরের ২০০-র বেশি পরিবার একসাথে প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিল। ছোট্ট এক স্বপ্ন থেকে শুরু হওয়া এই পুজো আজ হোয়াইটফিল্ডের অন্যতম প্রাণবন্ত কমিউনিটি উৎসব। আমাদের কাছে এটা শুধু পুজো নয়—এটা ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার আর নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সেই শেকড়ের সংযোগ তৈরি করার প্রচেষ্টা।

শুরু থেকেই EBCA আলাদা হয়ে উঠেছিল নতুনত্বের জন্য। প্রতি বছর আমরা চেষ্টা করেছি পুজোকে কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এক সাংস্কৃতিক উদযাপনে পরিণত করতে। ২০১৯ সালে ইনঅরবিট মলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান আয়োজন করে আমরা রেখেছিলাম এক নতুন দৃষ্টান্ত! সেই থেকে মহালয়ার অনুষ্ঠান ইনঅরবিট মলে রীতি হয়ে গেছে —যা আজও শহরের বাঙালিদের জন্য এক অনন্য আকর্ষণ। এরপর থেকে আমরা নেক্সাস আর ওরিয়ন মলের সঙ্গেও কাজ করেছি।

কোভিড-১৯ যখন সবকিছু থামিয়ে দিয়েছিল, তখনও EBCA পুজো চালিয়ে গেছে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে—যা বেঙ্গালুরুর হাতে গোনা কিছু সংগঠনের মধ্যে অন্যতম দৃষ্টান্ত।

আজ EBCA এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবার! বয়স হোক ৫ বা ৮০—যারা সাংস্কৃতিক চেতনায় আর বাঙালিয়ানায় ভরপুর, সবাই আমাদের অংশ। এই উন্মুক্ততাই EBCA'র প্রাণ।

২০২৫-এ EBCA উদযাপন করছে তার অষ্টম দুর্গাপুজো, আর এবারের থিম—কলকাতার আইকনিক ম্যাডক্স স্কোয়ারকে নিয়ে আসা বেঙ্গালুরুতে। "ম্যাডক্স স্কোয়ার অফ বেঙ্গালুরু" হবে এক রঙিন সাংস্কৃতিক আবহ। থাকছে পটচিত্র শিল্পীদের কাজ, বিশেষ বইমেলা আর চিত্রকলা পরিষদের সহযোগিতা।

পেছনে তাকালে বোঝা যায়—এই যাত্রা শুধু আটটি পুজো নয়। এটি একতার গল্প, নতুনত্বের গল্প। ২০১৮-র প্রথম পুজো থেকে ২০২৫-এর ম্যাডক্স স্কোয়ার থিম—EBCA দেখিয়েছে কীভাবে ঐতিহ্য আর সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠে অসাধারণ কিছু। এবারে যখন আমরা একত্রিত হবো, উদযাপন করবো শুধু পুজো নয়—এক অদম্য স্পিরিটকেও, যা আমাদের প্রতি বছর আরও দৃঢ় করে।

THE STORY OF HOPE IN RURAL BENGAL

From Dreams to Reality

A Vision Born from Love

In 2015, Gunamay Das and his wife Jayashri witnessed countless orphaned, abandoned, and impoverished children whose dreams seemed forever out of reach. These weren't statistics—they were bright young minds yearning for a chance to learn and grow beyond their difficult circumstances.

The couple made a life-changing decision: they would create that chance themselves.

From Streets to Classrooms

What started as an audacious dream required extraordinary sacrifice. Gunamay and Jayashri took to the streets and parks, collecting donations coin by coin. Each rupee wasn't just money—

—it was a building block of hope, proving their unwavering belief that education could break poverty's cycle.

Their persistence caught the attention of Nandkumar Khandare, CEO of Ashok Leyland Technologies Ltd, whose generous donation enabled construction of a 1,900 square foot school building. On January 9th, 2017, magic happened: Nandkumar Jeevanrao STPN High School opened its doors to 17 students.

Against All Odds

What began as a single-story building with 17 children has blossomed into a three-story educational haven housing over 300 students. The school grew not just in size, but in ambition. Modern computer labs, digital classrooms, and science laboratories brought possibilities these children had never imagined.

Then came the ultimate test: COVID-19. As donations dried up in 2020, closing seemed inevitable. But for Das, it wasn't an option—the orphaned hostel children had nowhere else to go.

Once again, Das returned to the streets, driven by love for children who had become his family. Through compassionate organizations, STPN Trust not only survived but extended help to the broader community, distributing essential supplies to 4,600 families during the pandemic's darkest hours.

A Beacon of Transformation

Today, Nandkumar Jeevanrao STPN High School stands as Contai Subdivision's only English-medium co-educational residential school. Its modern facilities provide these children with the same quality education as their privileged urban peers—completely free of cost.

Beyond buildings and technology lies the true success: 300 young lives transformed, 300 futures rewritten. The orphan who once slept on streets now dreams of becoming a doctor. The abandoned child who knew only hunger now confidently solves equations. The underprivileged girl denied opportunity now stands ready to change the world.

Recognition and Reality

In 2025, Gunamay Das received The Telegraph Award for his dedication to free education for orphaned and underprivileged children. But at 37, his real reward comes daily: in bright eyes reading their first sentence, confident voices presenting in English, graduation certificates held high by those the world once forgot.

The Ripple Effect Continues

This isn't just about one school or one man's mission. It's about the profound truth that investing in a child's education doesn't just change one life—it transforms generations. These students will become teachers, doctors, engineers, and leaders who will lift others up.

Every scholarship for higher education, every dress distributed before Durga Puja, every ration pack for elderly people with no income—these acts create ripples extending far beyond what eyes can see.

The story of STPN High School reminds us that extraordinary things happen when ordinary people refuse to accept that some children are destined for less. It proves that with determination, compassion, and community spirit, we can build bridges from despair to hope, from poverty to possibility, from forgotten to empowered.

In a world often feeling divided, STPN High School stands as a beacon—living proof that when hearts unite for the right cause, we don't just change individual lives; we transform society's very fabric, one child at a time. The journey continues, carried forward by the belief that every child's dream matters, and that together, we can make those dreams reality.

You too can help take this fairy tale forward if you want!
How? Visit our website www.stpntrust.org to find out!

স্বপ্ন থেকে বাস্তবে!

বাংলার গ্রামে আশার গল্প!

কাঁথির এক গ্রামে শুরু হয়েছিল এক ছোট্ট উদ্যোগ, যার মূল লক্ষ ছিল – **প্রতিটি শিশুর শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, যতই কঠিন পরিস্থিতি হোক না কেন।**

একটা ভালোবাসার গল্প

২০১৫ সালে গুণময় দাস আর তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী দেখলেন – কত অনাথ, অসহায়, দরিদ্র শিশু আছে যাদের পড়াশোনার স্বপ্নটাই হারিয়ে গেছে। এই ছোট ছোট শিশুদের চোখে শেখার ইচ্ছে ছিল অথচ ছিল না সুযোগ।

তখনই এই দম্পতি ঠিক করলেন – **এই সুযোগ তারাই তৈরী করবেন!**

রাস্তা থেকে স্কুলের চৌকাঠে

স্বপ্ন বড় ছিল, কিন্তু সাধ্যে ছিল কম। তাই দু'জনে রাস্তায় নামলেন – পার্কে পার্কে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ছোট ছোট দান সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রতিটা টাকা মানে ছিল আশা।

এভাবে একসময় তাদের গল্প পৌঁছে গেল অশোক লেল্যান্ড টেকনোলজিস লিমিটেডের সিইও নন্দকুমার খান্দারের কাছে। তাঁর সাহায্যে তৈরি হল ১৯০০ বর্গফুটের স্কুল বিল্ডিং। **২০১৭ সালের ৯ জানুয়ারি খুলল নন্দকুমার জীবনরাও এসটিপিএন হাই স্কুলের দরজা – মাত্র ১৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে।**

সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলা

যে স্কুল শুরু হয়েছিল একতলা ছোট ঘরে, সেটা আজ তিনতলা আধুনিক ভবন, যেখানে ৩০০-রও বেশি শিক্ষার্থী পড়ে। কম্পিউটার ল্যাব, ডিজিটাল ক্লাসরুম, বিজ্ঞান ল্যাব – যেসব জিনিস একসময় কল্পনার বাইরে ছিল, আজ সেগুলো বাস্তব।

এরপর এল ভয়ঙ্কর সময় – কোভিড। অনুদান বন্ধ হয়ে গেল, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় তৈরি হল। কিন্তু গুণময় হাল ছাড়েননি। কারণ, অনাথ বাচ্চাগুলোর আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। তিনি আবার রাস্তায় নেমে পড়লেন সাহায্যের জন্য।

তাদের দৃঢ়তার জন্য শুধু স্কুল বাঁচল না, বরং এসটিপিএন ট্রাস্ট ৪৬০০ পরিবারকে সাহায্য করল মহামারির অন্ধকার সময়ে।

আলোর প্রদীপ হয়ে দাঁড়ানো

আজ **নন্দকুমার জীবনরাও এসটিপিএন হাই স্কুল** কাঁথি অঞ্চলের একমাত্র ইংরেজি মাধ্যম আবাসিক স্কুল। সবকিছু সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সাফল্য ভবনের মধ্যে নেই – আছে বাচ্চাদের জীবনে। যে অনাথ একসময় রাস্তায় শুত, সে আজ ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। যে মেয়ে একসময় পড়াশোনার সুযোগ পায়নি, সে আজ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলা

২০২৫ সালে গুণময় দাস টেলিগ্রাফ অ্যাওয়ার্ড পান অনাথ ও দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার? প্রতিদিন বাচ্চাদের চোখে হাসি দেখা, প্রথম বাক্য পড়ার আনন্দ দেখা, আর স্নাতক সনদ হাতে নেওয়ার গর্ব দেখা।

ছড়িয়ে পড়ছে আসার আলো

এই গল্প শুধু এক স্কুলের নয় – এটা একটি প্রামান্য দলিল যা প্রমান করে **শিক্ষায় বিনিয়োগ মানে শুধু একজনকে বদলানো নয়, প্রজন্ম বদলানো।** এই বাচ্চারাই একদিন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে অন্যদের জীবন আলোকিত করবে।
এরাই এগিয়ে নিয়ে যাবে , দেশ ও সমাজকে!
উচ্চশিক্ষার স্কলারশিপ, দুর্গাপুজোর আগে জামাকাপড় দেওয়া, বৃদ্ধদের জন্য রেশন – এই সবকিছুই সেই আশার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে ।

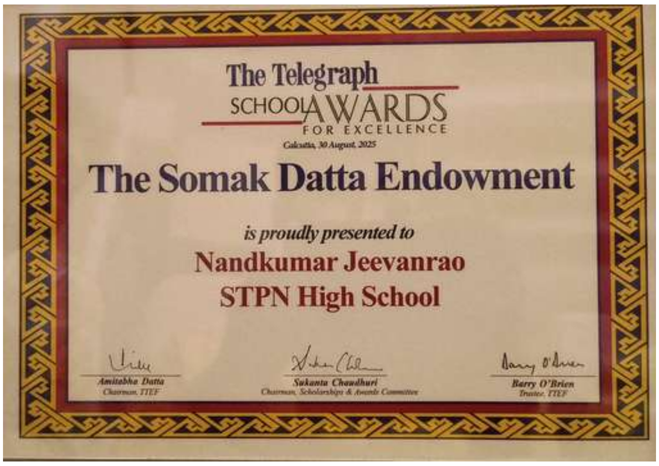

আজকের এই ভাঙা ভাঙা পৃথিবীতে **এসটিপিএন হাই স্কুল** দাঁড়িয়ে আছে এক আলোকবর্তিকা হয়ে – প্রমাণ করছে যে হৃদয়গুলো এক হলে, শুধু জীবন নয়, বদলে যায় পুরো সমাজ।

আপনারাও চাইলে এই রূপকথাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারেন!

কি ভাবে ? জানতে হলে আমাদের ওয়েবসাইট www.stpntrust.org এ দেখুন!

RT NAGAR SOCIO-CULTURAL TRUST

NINETEEN YEARS OF FAITH, FESTIVITY & FAMILY

Home is where the "dhaak" beats echo, the "shiuli" blooms in fragrance, and every smile carries the joy of Maa's arrival.

It all began in 2007, amidst the bustle of a Bangalore fish market, a group of Bengalis found themselves reminiscing about the Pujo back home in Kolkata. That nostalgia sparked a dream — to recreate the same magic, to create a space where every Bengali heart feels at home, here in Bangalore. From that day, what began with just ten families and fifty members grew into the RT Nagar Socio-Cultural Trust.

Our first Pujo took place at the Sai Baba Temple where the community kept the spirit alive for three years. As we grew, Patels Inn became our new home, and today, our celebrations have found their rightful grandeur at Palace Grounds—one of the largest Pujos in Bangalore. For nineteen years, our motto has remained simple: to bring smiles to people's faces.

What makes our Pujo special is not only its scale but its soul. Our bhog and festivities are open to all, membership or not, community or background, inclusivity lies at our heart. From biodegradable plates to open spaces, wheelchair support, and accessibility for elders and children alike, every detail is designed so that everyone feels they belong. And alongside celebration, we are deeply committed to service, whether it is raising funds for children's education, supporting charitable organizations, donating essentials like blankets, or countless other initiatives that make a tangible difference.

From fifty to five hundred families, our association has grown into a kaleidoscope of cultures, embracing people of all ethnicities who together add colour to our community. Cultural programs are our hallmark, with our in-house dance, music, theatre, and recitation programs, our vibrant Dhunuchi Naach, alongside welcoming icons like Usha Uthup, Srabonti Mazumdar, Chandrabindu, and Jaler Gaan. Our "Bongo Utsav," showcasing over 100 women entrepreneurs from Bengal, is a proud initiative blending culture with conscious consumerism. The Pujo has grown with our children, who once ran about the pandal holding their parent's hands, today, our "Kochi Kanchar Dol"—the spirited youth—manage the Trust's social media presence, and even more impressively, take full charge of our Saraswati Puja. From bringing sponsors, raising funds, sourcing the idol and food, to decorating the pandal—they run the festival entirely on their own, a living testament to how tradition passes seamlessly into younger hands.

Through challenges, whether shifting venues, navigating funding, or celebrating through the pandemic, we have stood united. And as we look ahead, our promise remains: no matter how big we grow, we will never lose sight of our roots, our pride, and our mission—to celebrate Maa Durga by spreading joy, togetherness, and smiles for all.

আর টি নগর সোশিও-কালচারাল ট্রাস্ট- ঊনিশ বছরের আস্থা, উৎসব ও পরিবার!

পুজো মানে ঘরে ফেরা। ঢাকের বোল, শিউলির গন্ধ। পুজো হলো মায়ের আগমনের আনন্দের হাসি।

২০০৭ সালে, বেঙ্গালুরুর এক ব্যস্ত মাছের বাজারে, কয়েকজন বাঙালি, হঠাৎই কলকাতার পুজোর স্মৃতিচারণে ডুবে গেলেন। সেই নস্টালজিয়া জন্ম দিল এক স্বপ্নের—এই শহরেই গড়ে তোলা হোক এক টুকরো বাংলা, যেখানে প্রতিটি বাঙালি হৃদয় মেতে উঠবে শারদ উৎসবের আনন্দে। আর সেই দিন থেকেই মাত্র দশটি পরিবার আর পঞ্চাশজন সদস্য মিলে শুরু হলো এক যাত্রা—আজকের আর টি নগর সোশিও-কালচারাল ট্রাস্ট।

প্রথম পুজো হয়েছিল সাঁইবাবা মন্দিরে। তিন বছর ধরে সেখানে চলেছিল মায়ের আরাধনা। পরে আমাদের ঠিকানা হলো প্যাটেলস ইন, আর আজ, আমাদের পুজোর মহিমা পৌঁছেছে বেঙ্গালুরুর রাজকীয় প্যালেস গ্রাউন্ডসে—শহরের বৃহত্তম পুজোগুলির অন্যতম। তবুও, ঊনিশ বছর ধরে আমাদের মূল মন্ত্র একটাই থেকেছে—মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।

আমাদের পুজোর বিশেষত্ব শুধু তার আকারে নয়, তার অন্তরে। পুজোর ভোগ বা আনন্দ-উৎসব, তা সবার জন্য উন্মুক্ত—সদস্য হোন বা না হোন, যেকোনো সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে নিজের জায়গা খুঁজে পান। বায়োডিগ্রেডেবল প্লেট থেকে শুরু করে খোলা প্রাঙ্গণ, বয়স্কদের ও শিশুদের জন্য হুইলচেয়ারের সুবিধা—প্রতিটি খুঁটিনাটিতে আমরা ভেবেছি, যাতে কেউ বঞ্চিত না হয়, সবাই আপন হয়ে উঠতে পারে। আর উৎসবের পাশাপাশি আমাদের অঙ্গীকার—সমাজের পাশে থাকা। শিশুদের পড়াশোনার খরচ জোগানো, নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সাহায্য, কম্বল বা প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান—এইসব উদ্যোগ আমাদের আনন্দকে দিয়েছে অন্য মাত্রা।

পঞ্চাশ পরিবার থেকে বেড়ে আজ আমরা পাঁচশো পরিবার—বহু সংস্কৃতির রঙ মিশে তৈরি হয়েছে আমাদের এই মিলনমেলা। নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি—নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আমাদের প্রাণের ধুনুচি নাচ, যেমন আমাদের অহংকার, তেমনই উষা উত্থুপ, শ্রাবন্তী মজুমদার, চন্দ্রবিন্দু, জলের গান-এর মতো শিল্পীদের আমরা আপন করে নিয়েছি। আর আমাদের "বঙ্গ উৎসব"—যেখানে শতাধিক বাঙালি নারী উদ্যোক্তার হাতে তৈরি জিনিসপত্র প্রদর্শিত হয়—সেই উদ্যোগ আজ সংস্কৃতি আর সচেতন ভোগবাদের এক অনন্য মেলবন্ধন।

আমাদের পুজো বড় হয়েছে আমাদের সন্তানদের সঙ্গেই। একসময় যারা মায়ের হাত ধরে প্যান্ডেলে ছুটত, আজ সেই "কচি কাঁচার দল" নিজেরাই সামলাচ্ছে ট্রাস্টের সোশ্যাল মিডিয়া। শুধু তাই নয়—তারা একাই আয়োজন করছে সরস্বতী পুজো। স্পনসর আনা, তহবিল জোগাড়, প্রতিমা ও প্রসাদের ব্যবস্থা, প্যান্ডেল সাজানো—সব দায়িত্ব আজ তারা নিজেরাই নেয়। প্রমাণ করছে, কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরম্পরা বেঁচে থাকে, এগিয়ে চলে।

অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি আমরা—স্থানের অভাব, অর্থসংগ্রহের লড়াই, এমনকি মহামারীর দিনগুলোতেও উৎসবকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। কিন্তু প্রতিবারই আমরা থেকেছি একসঙ্গে।

আজও আমাদের প্রতিশ্রুতি একই—যত বড়ই হই না কেন, কখনো ভুলব না আমাদের শিকড়, আমাদের গর্ব আর আমাদের ব্রত। মা দুর্গার আরাধনা মানে শুধু ধর্ম নয়, মানে আনন্দ, মিলন আর হাসি ভাগ করে নেওয়া। একসাথে।

About Us

ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಘವಾದ ಆರ್ ಟಿ ನಗರ ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ (ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9) ನೆಡೆಯುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಘಟಕರು.
ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮೀರಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

We are Bangalore's largest Bengali association and the proud organizers of the grand Palace Ground Durga Puja (Gate No. 9) one of the city's most celebrated Durga Puja and Navaratri festivals. Our mission goes beyond festivities: we work to build cultural bridges between Karnataka and West Bengal, fostering unity and collaboration.

Guided by our motto to bring smiles to every face we remain committed to contributing to the social and economic growth of Karnataka.

পুজো হপিং প্ল্যান করছেন তো?
তাহলে আর ভাবনা নেই!

ব্যাঙ্গালোরের একমাত্র অথেন্টিক দুর্গাপুজো গাইড এখন অনলাইনে।

✓ সব তথ্য সরাসরি অর্গানাইজারদের থেকে
✓ মেট্রো রুট + GPS লোকেশন
✓ এরিয়া, ইভেন্ট দিয়ে সহজে ফিল্টার করুন
✓ ব্যাঙ্গালোরের ৪৮+ পুজোর সঠিক তথ্য
✓ পার্কিং, মেট্রো রিচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব এক ক্লিকে
✓ মোবাইল ফ্রেন্ডলি, ডায়নামিক আপডেট

PROBAHO

An Outcome of Team Work and Dedication

We have grown up! Oh Yes! We are bigger, we are better and we aim to grow more and spread our wings towards new heights and horizons. From taking our first baby steps with the auspicious beginning of Saraswati Puja in the year 2023 to organizing various other social-cultural events main amongst them being Durga puja , Saraswati Puja, Kojagori Lakshmi Puja, Kali Puja across the span of 3 years, yes we can say that we have taken successive steps in this amazing journey of keeping our cultural roots ever widening and spreading in our beautiful Brigade Orchards community and even beyond.

It is rightly said and I quote, 'Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success' and how appropriate is this quotation regarding Probaho. What started as a discussion amongst friends and family, has beautifully metamorphosed into our cultural identity. We@ Probaho proudly carry this identity as members of this huge family of cultural enthusiasts. Be it musical gatherings or dance representations we have been able to keep up to our great Indian culture and heritage.

India is a land of diverse cultures and traditions, often described as a "melting pot" where numerous languages, religions, and customs coexist. This rich tapestry of cultures is woven into the very fabric of Indian society, making it a unique and captivating place to experience. We @Probaho have tried to do our bit through our cultural programmes which showcases varied cultures and traditions of India, through songs, dances, musical skit, plays, Bollywood Night, Garba and Dandiya nights etc. Special mention is to be made of the participation by kids and also by the elderly population of our community. We are thankful to all ,for their continued support and encouragement which keeps us going towards better content.

Also, I would like to mention the continued efforts of our whole team of Probaho who with their dedicated team work are making it possible to march ahead into the 3rd year of festivities. May we all succeed as a team – that's our prayer to the God Almighty. May Ma Durga bless us all.

দলগত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলাফল:- প্রবাহ!

২০২৩ সালে প্রথম সরস্বতী পুজোর মাধ্যমে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে তিন বছরের মধ্যে আমরা আয়োজন করেছি আরও অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—মূলত দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো, কালীপুজো।
হ্যাঁ, গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমরা এই অসাধারণ যাত্রায় ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছি, যেখানে আমাদের সাংস্কৃতিক শিকড় আরও দৃঢ় ও প্রসারিত হয়েছে আমাদের সুন্দর ব্রিগেড অরচার্ডস কমিউনিটিতে এবং তার বাইরেও।

একটি প্রবাদ আছে, "একত্র হওয়া একটি শুরু, একত্রে থাকা অগ্রগতি, একসাথে কাজ করা সাফল্য।" প্রবাহের ক্ষেত্রে এর থেকে উপযুক্ত উক্তি আর কিছু হতে পারে না। যা শুরু হয়েছিল বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে, তা আজ পরিণত হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ে। আমরা প্রবাহ পরিবারের সদস্যরা গর্বের সঙ্গে সেই পরিচয় বহন করছি। হোক তা সঙ্গীতানুষ্ঠান বা নৃত্য পরিবেশনা, আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি আমাদের মহান ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে।

ভারত একটি বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দেশ, যাকে প্রায়ই বলা হয় একটি "মেল্টিং পট"—যেখানে অসংখ্য ভাষা, ধর্ম ও রীতি-নীতি মিলেমিশে থাকে। এই বৈচিত্র্যের বুননই ভারতীয় সমাজের ভিত তৈরি করেছে, যা একে করেছে অনন্য ও আকর্ষণীয়। আমরা প্রবাহ-তে চেষ্টা করেছি আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই বৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে—গান, নাচ, সঙ্গীতনাট্য, নাটক, বলিউড নাইট, গরবা ও ডান্ডিয়া রাতের মাধ্যমে! বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমাদের কমিউনিটির বাচ্চাদের অংশগ্রহণ এবং প্রবীণদের সক্রিয় সহযোগিতা। আমরা সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই—আপনাদের সমর্থন ও উৎসাহ আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করছে!

একই সঙ্গে বলতে চাই প্রবাহের পুরো টিমের নিরলস পরিশ্রম ও একাগ্রতার জন্যই আজ আমরা তৃতীয় বর্ষের উৎসবের পথে এগিয়ে চলেছি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা—আমরা যেন দলগতভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারি। মা দুর্গার আশীর্বাদ আমাদের সবার সঙ্গে থাকুক।

Sanchita Sengupta
CULTURAL SECRETARY
TEAM PROBAHO

আপনারাও কি ব্যাঙ্গালোরের বাংলা অনুষ্ঠান সব বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দিতে চান ? Bong Tales From Bangalore এর Youtube, Facebook আর Instagram এর মাধ্যমে আমরা সাহায্য করতে পারি! প্রমোশন আর কোলাবরেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

@BongTalesFromBangalore

দত্ত বাড়ির দুর্গা!

হাসিবুর রহমান লন্ডন, ৩১শে আগস্ট ২০২৫

দ্বারকা নদীর ধারে একটা সবুজে মোড়া গ্রাম। সেই গ্রামের বুক চিরে তাকে দু-টুকরো করে একেবারে মাঝ বরাবর চলে গেছে রাজ্যসড়ক। একদিকে কর্মকার পাড়া, অন্যদিকে দত্ত পাড়া। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে অনেকবছর, তবে ঝলমলে আলোর পরিমান দত্ত পাড়ার দিকে অনেকখানি বেশি। এপাড়ায় বাস গ্রামের বনেদি দত্ত পরিবারের, কমবেশি সবার বাড়িই পাকা।
ওদিকে কর্মকার পাড়ায় বেশিরভাগ মাটির বাড়ি, বিদ্যুতের লাইন নেওয়ার সামর্থ সবার নেই। অনেকেরই রেশনে পাওয়া কেরসিনে জ্বলা কুপি- লণ্ঠনই ভরসা। তবে এ পাড়ায় আলো একটু কম হলেও সেই আলোর মিঠে আভা, কেরোসিনে পোড়া সলতের গন্ধ, রাস্তার ধারে অযত্নে বেড়ে ওঠা বেলিফুলের সুবাস, সন্ধ্যে নামলে এক অদ্ভুত পরিবেশ নিয়ে আসে। এপাড়ারই এক কর্মকার পরিবারে জন্মায় রতন।

রাজ্যসড়কের ধারে পি-ডাব্লু-ডি'র জায়গায় একটা বেড়ার-দেওয়াল আর টালির-ছাউনি দেওয়া ছোট্ট কামারশালে দিনের পর দিন হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে কোনোক্রমে সংসার নামক অদৃশ্য এক ভার টেনে নিয়ে চলে রতনের বাবা। রতন ছিল অদ্ভুত মেধাবী, মাটির গন্ধে বড় হওয়া এই ছেলেটা প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে যেন অন্য এক আলো। তবে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের একটাই আশঙ্কা ছিল, এই মেধার কুড়ি অচীরেই না ঝরে পড়ে, যেটা গ্রামের এই নিম্নস্তরে বাস করা কমবেশী সবারই ভবিতব্য। গ্রামে কোন হাইস্কুল নেই, কাছাকাছি বলতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। তবে রতনের চোখে স্বপ্ন ছিল বড়ো, বড় হয়ে সে একজন মস্ত বড়ো ডাক্তার হবে।

৯০-এর দশকে রতনদের গ্রামে ঝুলনযাত্রা হতো, সে এক উৎসব। দোলনায় সাজসজ্জা, কোথাও রকমারি আলো, কোথাও কেরোসিন বাতির টিমটিমে শিখায় গোটা গ্রাম জেগে থাকত। সেরকম এক বছর ঝুলনযাত্রা মেলার সন্ধ্যেয় কিশোর রতনের চোখ আঁটকে যায় এক কিশোরীকে দেখে। দত্ত বাড়ির একমাত্র মেয়ে দুর্গা। আগেও এক দুবার দেখেছে, একবার মায়ের সাথে এসেছিল রতনের বাবার কামারশালে, নারকেল-কোরার বটি বানাতে। রতন সেদিন বাবাকে সাহায্য করতে সেখানে ছিল। দুর্গার মা বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল - “এই তোমার ছেলে রতন না? লোকমুখে শুনেছি পড়াশোনাই খুব ভালো।” নিজের কানে নিজের প্রশংসা শুনতে বেশ লজ্জা পেয়েছিল রতন, সেদিন আর মাথা তুলে ভালো করে তাকাতেই পারেনি।

তবে আজ আর সে বাধা নেই, দুর্গা তো তাকে খেয়ালও করেনি যে সে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কাঁধে হাতের স্পর্শে চমকে ওঠে, দেখে দত্ত পাড়ার এক বন্ধু, গোপাল।

-কিরে এরকম কারেন্ট খাওয়ার মত চমকে উঠলি কেন?

রতন হেসে বলল - “এভাবে আচমকা ঘাড় হাত দিলে মড়াও ধড়ে ক্ষনিকের জন্য প্রাণ পেয়ে খাঁড়া হয়ে উঠে বসবে, আমি তো নেহাৎই জ্যান্ত কিশোর।”

-থাক, আর সাহিত্য ঝাড়তে হবে না, চল তোকে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়।

খানিকটা উৎসুক হয়ে বলল - "তা এই এলাকায় চিনিনা এমন কেউ আছে বলে তো মনে হয় না, অন্য এলাকা থেকে কেউ এসেছে নাকি আমাদের ঝুলন মেলায়?"

"চল না" বলে ভীড়ের দিকে এগিয়ে গেল দুজনে।

এবছর ঝুলনযাত্রার মেলায়, আয়োজকদের নতুন একটা আয়োজন 'মানব-স্ট্যাচু', মেলার ময়দান জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় মহাভারতের এক একটা চরিত্র সেজে স্ট্যাচুর মত কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে বা নানান ভঙ্গিতে রয়েছে। তাদের ভীড় করে দেখছে লোকজন। শ্রীকৃষ্ণর চরিত্রে সেজেছে রতনদেরই এক বন্ধু, একেই ভ্যাপসা গরম, তার উপর লোকের ভিড়ে স্ট্যাচুও ঘামছে।

গোপাল বলল - "চল একটু কায়দা করে কৃষ্ণ ব্যাটার স্ট্যাচুর মুখে হাসি ফোটায়।"

রতন একটু সিরিয়াস হয়ে বলল - "এটা স্কুলের গো-অ্যাজ-ইউ-লাইক যে এরকম মজা করবি। কত লোক দেখতে এসেছে, দেখছিস না। তুই তো কার সাথে পরিচয় করাব বলে নিয়ে এলি, তার কি হল?"

"ও হ্যাঁ" বলে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দুর্গাকে ডেকে রতনকে দেখিয়ে বলল - "এই হলো আমাদের স্কুলের ফার্স্ট বয়, রতন।"

দুর্গা ঠোঁটের কোনে হাল্কা হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল - "এমন ভাবে বলছিস যেন রতন কে চিনিনা বা আগে কখনো দেখিনি।"

গোপাল একটু অবাক হয়েই বলে - "বাহ রে, তুই যে সেদিন বললি, পরিচয় করিয়ে দিতে।"

-বলেছিলাম তো, আসলে ওর সাথে কোনদিন কথা বলার সুযোগ হয়নি, তাই।

দুর্গা কথা বলবে শুনে, রতন কেমন একটু আড়স্ট হয়ে যেতে লাগল, একটু আগেই যাকে লুকিয়ে অপলকভাবে দেখছিল, তার সামনে এত কাছে এসে ক্রমে যেন কেমন অস্বস্তি ভীড় করতে শুরু করেছে। ভাবছে একছুটে সামনে থেকে পালায়, অথচ পা দুখানি যেন আজকের মেলার স্ট্যাচুর কোন এক চরিত্র নিয়ে মাটির সাথে আটকে গেছে।মন যেন উথাল দ্বারকা নদীর ডেউয়ের মত উতলা হয়ে উঠার উপক্রম করছে।
এরই মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে গোপাল বলল - "তোরা তাহলে কথা বল, আমি ঝালমুড়ি আনছি।"

রতনের পানসে মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্গা বলল - "আচ্ছা কেউ তোমার প্রশংসা করলে তুমি এত লজ্জা পাও কেন? আগেও দেখেছি, মনে আছে তোমাদের কামারশালে একদিন মা যখন তোমার প্রশংসা করল, তুমি তো আর মাথায় তুললে না।"

-না মানে!

-ওসব না মানে ছাড়ো, শুনলাম তুমি ডাক্তারী পড়তে চাও? তারমানে উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়বে, তাই না?

-হ্যাঁ, ইচ্ছে তো আছে, আর তুমি?

-আমি, জানিনা, কিছু ভাবিনি এখনো, পড়ব কিছু একটা।

দুজনের বাড়ি একই গ্রামে, একই ক্লাসে পড়লেও ওদের স্কুলে আলাদা। দুর্গা একটু দুরে একটা গার্লস স্কুলে পড়ে, ছোট বেলায় মফস্বলের একটা ইংরেজি মাধ্যমে প্রাইমারিতে পড়েছে। পড়াশোনায় দুর্গাও কোন অংশে কম নয়, সেও তার স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। উচ্চ-মধ্যবিত্ত দত্ত বাড়ির বাড়ির মেয়ে পড়াশোনায় ভালো হবে, তাদের চাকরি হবে সেটা গ্রামের ছাপোষা মানুষের কাছে অতি স্বাভাবিক বিষয়। তাই দুর্গার ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া নিয়ে লোকের মধ্যে সেরকম উৎসাহ বা চর্চা নেই, যতটা রতন কি নিয়ে হয়।

এতক্ষণে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে রতন, মনে নদীর ঢেউ কখন মিলিয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি।মুখে অল্পবিস্তর হাসির রেখাও ফুটে উঠেছে।

মৃদুহেসে বলল - "এখনো ভাবনি মানে, এই তো আর কটা মাস গেলেই ক্লাস এলেভেন শুরু।"

-সে তখন দেখা যাবে, তোমার কথা বলো। ডাক্তার হয়ে কি আর এই গ্রামে ফিরবে?

-এ তো গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল হয়েগেল না! আগে চান্স, তারপর পড়া, তারপর না ফেরা না-ফেরা।

ততক্ষণে গোপাল তিন ঠোঙা ঝালমুড়ি নিয়ে হাজির, এসেই বলল - "আবার তুই সাহিত্য কপচাচ্ছিস, তোর ডাক্তারী না, বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করা উচিত।"

ইংরেজি ভালো লাগত তাই মাধ্যমিকে ভাল ফল করেও দুর্গা আর সায়েন্স পড়েনি, আর্টস নেয় উচ্চমাধ্যমিকে। রতন ভর্তি হয় সায়ন্স নিয়ে। উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি বেশ শক্ত, তাই রতনের এবার টিউশনি না পড়লেই নয়। দুজনে একই টিউশনে ভর্তি হলে একটু কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ বাড়ল।পাশাপাশি বসা, চুপিচুপি তাকানো, মন খারাপের সময় একে অপরকে মনে পড়ে যাওয়া, বইয়ের ভাঁজে লুকোনো প্রশ্ন, টিফিন ভাগ করে নেওয়া, সবই ছিল মিষ্টি অথচ অনুচ্চারিত।সবকিছু কেমন যেন এক অদৃশ্য বাঁধনে জাড়িয়ে রাখছিল দুজনকে। তখনো "প্রেম" শব্দটি উচ্চারণ করেনি কেউ।

উচ্চমাধ্যমিকের পর রতন ডাক্তারি ভর্তি পরীক্ষায় সাফল্য পেয়ে কলকাতার এন.আর.এস মেডিক্যাল কলজে ভর্তি হলো। গ্রামের ঘরের ছেলে শহরে গিয়ে পড়ছে, এ গর্বে গ্রাম মুখর। দুর্গা গেল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়তে।

কলকাতা যেতেই বন্ধ হয়েগেল দুজনের যোগাযোগের মাধ্যম। কয়েকমাস মাস পর, সেবছর দুর্গাপূজার ছুটিতে বাড়ি এসে নবমীর এক সন্ধ্যায় দেখা হলো দুজনের। অথচ এতদিনের সযত্নে জমিয়ে রাখা অত কথার একটিও বলার সুযোগ হলো না কাররই। কোলকাতা ফেরার আগে শুধু গোপালকে দিয়ে দুর্গার বর্ধমানের ঠিকানা জোগাড় করতে পারল।

ধীরে ধীরে দুজনেই চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করল। ডাকঘরের লালবাক্সে ভোরবেলা চিঠি ফেলা, সপ্তাহ দুই পর পোস্টম্যানের সাইকেলের হর্ন শোনা, এই ছিল যোগাযোগের একমাত্র সেতু। সেই চিঠিগুলোয় লুকিয়ে থাকত যত্নেবোনা অজস্র স্বপ্ন, অফুরন্ত ভালোবাসার অঙ্গীকার।

একদিন হঠাৎ বজ্রাঘাত। দত্ত বাড়িতে পৌঁছাল এক উড়ো প্রেমপত্র, প্রেরকের নাম রতন কর্মকার। সেই চিঠির বয়ান দেখাতে দত্ত বাড়িতে ডাকা হলো রতনের বাবা কে। ছড়িয়ে পড়ল গোটা গ্রাম। যে গ্রামের লোকের কদিন আগে পর্যন্ত রতন কে মাথায় তুলে রাখত, গর্ব করত, সেই গ্রামের লোকেরা বলাবলি শুরু - "দেখেছ? ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে।"
অথচ এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানত না রতন, না জানত দুর্গা।

সেবছর পুজোর বেশকদিন আগেই ছুটিতে দুর্গা গ্রামে ফিরল, তখন চারদিকে ছিছিক্কার পড়েগেছে, রতন তখনও গ্রামে আসেনি। বাড়ির বাইরে বেরনো দুর্বিষহ হয়ে উঠল দুর্গার। সে তো ভালোকরেই জানে এ কাজ রতনের না, কিন্তু প্রমান করবে কি করে। বাড়ির সবাইকে বোঝাবেই বা কিকরে যে এই কাজ রতনের হতে পারে না। গ্রামের লোককে জনে জনে বোঝানো তাও তো সম্ভব না।

সপ্তমীর দিনে গ্রামে ফিরল রতন। রটনার কথা শুনে বিনামেঘে বাজ পড়ল রতনের মাথায়। দুর্গার সাথে একবার দেখা করা একান্তই দরকার, কিন্তু কি ভাবে। গোপালের কাছে শুনল ছুটিতে আসার থেকে এক দিনও বাড়ি থেকে বের হয়নি দুর্গা।

রতন বুকে অদম্য এক সাহস সঞ্চয় করে সরাসরি দুর্গার বাড়িতে হাজির হল। বহুদিন ধরে অশ্রুসিক্ত দুর্গা তখন ঘরের এক কোণে বসে। রতন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলল - "বিশ্বাস করো, আমি লিখিনি। আমি তোমাকে কোনোদিন এভাবে অসম্মান করার কথা ভাবতেই পারি না। তাছাড়া তুমি তো আমার হাতের লেখা চেনো, একাবার মিলিয়ে দেখলেই তো পরিষ্কার হিয়ে যাবে এ কাজ আমার না।"

দুর্গার গলা কাঁপল - "আমি জানি, রতন। আমি সেই উড়োচিঠি দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাড়ি থেকে সেই চিঠিটা কাউকে দেখাচ্ছে না।"

চিঠি দেখা হলো না। সমাজের সন্দেহ আরও গভীর হলো। দুজনেই বুঝল, এই মিথ্যে অপবাদের দাগ মোছা কঠিনই না অসম্ভব।

বিজয়া দশমীর দিন, সন্ধ্যেয় গ্রামের মাঠে মাইক বাজছে, বাতাসে ভেসে আসছে "শুভ বিজয়ার" ধ্বনি। বটগাছের তলায়, যেখানে প্রতিবছর ঝুলনযাত্রার মেলা বসে, বছর তিনেক আগে যেখানে দুজনে প্রথমবার কথা বলে ছিল, সেখানে আজ একান্তে বসে আছে দুজন - রতন আর দুর্গা। হাতে কাঁচের শিশি।

রতন দুর্গার হাত শক্ত করে ধরে কাঁপা কণ্ঠে বলল - "আমরা কেউ তো কাউকে আঘাত করিনি। কে আমাদের এমন অপূরনীয় ক্ষতি করল অজানাই থেকে গেল!"

হাওয়ায় বাজল ঢাকের শেষ সুর। দূরে শঙ্খধ্বনি ভেসে এলো। দুজনেই চোখ বন্ধ করল। ঠোঁটে বিষের স্বাদ, বুকের ভেতর আগুন জ্বলার মতো জ্বালা।

ভিড় জমল মুহূর্তে। লোকের কোলাহল, চিৎকার। দুর্গার শাড়ির আঁচল মাটিতে ছড়িয়ে আছে, রতনের হাত এখনো তার আঙুল শক্ত করে ধরে আছে। ঠিক তখনই ভিড়ের ভেতর থেকে এক কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল - “এখনও প্রাণ আছে, তাড়াতাড়ি হাসপাতাল নিয়ে চলো।”

লণ্ঠনের আলোয় মুখ দেখা যাচ্ছিল, দুজনের চোখ আধখোলা, যেন শেষ আশায় একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

সেই মুহূর্তে গ্রামের আকাশে ঢাকের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। কাশফুল হাওয়ায় দুলছিল, কিন্তু বটগাছের তলায় জমে থাকা সেই ভালোবাসা- তা কি সত্যিই বাঁচবে, না শেষ হয়ে যাবে, তা জানত না কেউ...

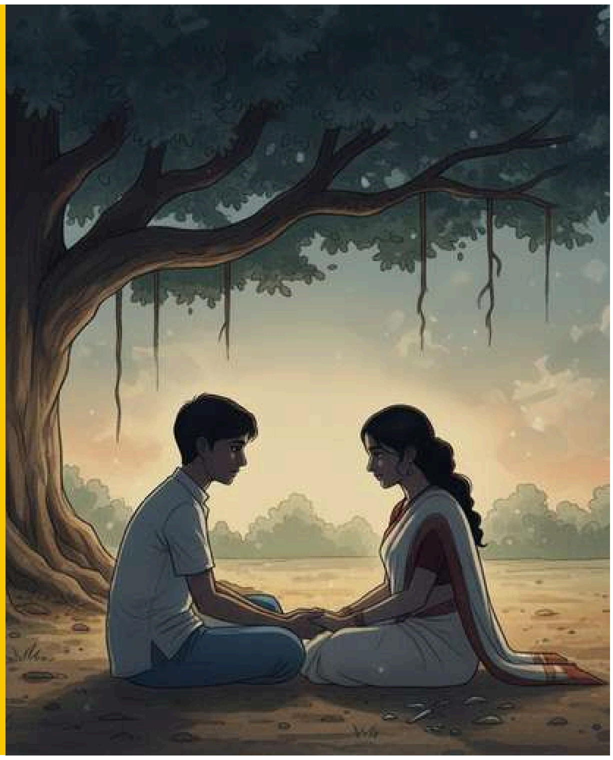

POORVA BANGALORE CULTURAL ASSOCIATION (PBCA) - JOURNEY

Durga Puja is not just another puja for the Bengalis across the globe or even in Bangalore. It is an emotion, a yearning and an endless wait for those four to five days of every year when the girl next door, Goddess Durga, comes back at her father's abode to spend some time with her family; a welcome break from the chores of her household back in Kailash. The joy of that return is unparalleled and the excitement lies in getting ready for it. After all, its just a handful of days and who does not want to be.

The Poorva Bangalore Cultural Association (PBCA), one of the oldest Bengali associations in East Bangalore, captures this emotion to the fullest and has been a great congregation of Bengalis in the eastern part of the city for the last 22 years. Established in 2003, PBCA will celebrate the 22nd year of its Durga Puja celebration this time with fun, fervour and a gathering of crowd that is often unmatched.

Started by late Kuntal Kishore Roy in 2004, PBCA now has more than 200 active members spanning various age groups, who have a strong commitment towards embracing the rich culture of Bengalis. What is interesting is our diversity – we have Bengalis who hail not only from West Bengal but also from Assam, Meghalaya, and Tripura who have been staying in Bangalore for years and yet not forgotten their roots and are not oblivious of their identity.

Over the years, our Puja has been held at prominent locations like Brookefield YSR Convention Hall, BMA College, Doddanekundi, and EPIP Zone. Since 2024, PBCA is hosting the Puja at KTPO Convention Ground in Whitefield and this time it will just be bigger, better and more glamorous. With proximity to a metro station, ample parking space, and easy accessibility, KTPO ground gave our puja a different experience and a feeling of home away from home.

We are truly an inclusive Baroyari Durga Puja with no restrictions on attendance, featuring Puja, Pushpanjali, community bhog, Sindoor Khela, and evening cultural programs with renowned artists. Open to all communities, we offer free community bhog on all three days of puja. We host cultural programs on all the four days, showcasing both in-house talents and legendary and budding artists from the Bengali film and music industry. Stalwarts from those industries who have attended our Puja over the years include legendary actors Soumitra Chatterjee and Sabitri Chatterjee, singers Sraboni Sen, Lopamudra Mitra and Monomoy Chatterjee and even new generation heartthrobs like Shovan Ganguly and Satish Gajmer.

PBCA is not just about festivities. We are also dedicated to making a positive impact through our CSR initiatives. We consciously strive to serve and give back to the society and those not so fortunate. Some of our efforts include donations to the underprivileged, blood donation camps, and community vaccination drives. These initiatives demonstrate our commitment to supporting the community and advancing the cause of humanity.

পূর্ব বেঙ্গালুরু কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (PBCA)-র যাত্রা!

দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে শুধুই একটি পূজা নয়—এটি আবেগ, প্রতীক্ষা আর ফিরে পাওয়ার আনন্দ। বছরের চার-পাঁচটা দিনই যেন সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু, যখন মা দুর্গা বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত PBCA, পূর্ব বেঙ্গালুরুর প্রাচীনতম সংগঠনগুলির একটি। এই বছর তারা উদযাপন করছে ২২তম দুর্গোৎসব। ২০০৪ সালে কুন্টল কিশোর রায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পুজো আজ ২০০-রও বেশি পরিবারের মিলনক্ষেত্র। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার বাঙালিরাও যুক্ত আছেন এখানে—যারা শেকড় ভুলে যাননি।

প্রথম দিকে পুজো হতো বিভিন্ন জায়গায়—YSR কনভেনশন হল, BMA কলেজ, EPIP জোন ইত্যাদিতে। ২০২৪ থেকে পুজোর ঠিকানা হোয়াইটফিল্ডের KTPO কনভেনশন গ্রাউন্ড, যেখানে বড় জায়গা, মেট্রো সংযোগ আর সহজ যোগাযোগের সুবিধায় মিলেছে ঘরের আবহ।

PBCA-র বিশেষত্ব হলো এর খোলামেলা বারোয়ারি রূপ। সবার জন্য উন্মুক্ত পুজো, পুষ্পাঞ্জলি, কমিউনিটি ভোগ, সিঁদুর খেলা আর জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে একদিকে দেখা গেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি, অন্যদিকে শোভন গাঙ্গুলির মতো নতুন প্রজন্মের শিল্পীদেরও।

কিন্তু PBCA শুধু উৎসবেই থেমে নেই। রক্তদান শিবির, দান-সহায়তা, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের মতো CSR উদ্যোগ দেখিয়ে দিয়েছে সমাজের প্রতি তাদের অঙ্গীকার।

আজ PBCA শুধু দুর্গাপুজোর আয়োজন নয়—এটি এক আবেগ, যেখানে মিশে আছে ঐতিহ্য, শিল্পকলা আর মানবসেবার প্রতিশ্রুতি।

শেষ থেকে শুরু!

আমাদের এই ডিজিটাল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা এখানেই শেষ হলো! অথবা বলতে পারেন একটা নতুন যাত্রার শুরু!
ব্যাঙ্গালোরের প্রবাসী বাঙালিদের কথা, বাঙালি অনুষ্ঠান বা বাঙালিদের ব্যবসাকে ছড়িয়ে দেওয়া ও বাংলা শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সিনেমাকে প্রচার করার জন্য "Bong Tales From Bangalore" বদ্ধপরিকর!
তাই আমাদের ইউটুব চ্যানেলে , ফেসবুক পেজে , ইনস্টাগ্রাম পেজে আর ওয়েবসাইটে বাংলা কন্টেন্ট নিয়মিত নিয়ে আসি আমরা! তার সাথেই এবার থেকে আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করব এই পত্রিকা!
ধন্যবাদ জানাই সবাইকে যারা তাদের লেখা আর ছবি পাঠিয়ে আমাদের পত্রিকা কে সমৃদ্ধ করেছেন!
এই পত্রিকাটিকে দ্বিভাষিক করার উদ্দেশ্য, যাতে আমাদের অবাঙালি প্রতিবেশীরাও যাতে বাঙালি সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ঝলক পেতে পারেন! তাই নির্দ্বিধায় এটিকে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিন!
কেমন লাগলো আমাদের এই নতুন প্রয়াস সেটা আমাদের মেইল করে বা ইনস্টাগ্রামে DM করে জানাতে পারেন!

That's a wrap on our first digital magazine! Or should we say — this is just the beginning of an exciting new journey!
"Bong Tales From Bangalore" is committed to connecting the Bengali community here in Bangalore, sharing stories about our fellow Bengalis, promoting Bengali events and businesses, and celebrating our rich culture through art, literature, theater, and films.
We're already active on YouTube, Facebook, Instagram, and our website with regular Bengali content. Now, we're adding this magazine to the mix!
A big thank you to everyone who contributed their articles and photos to make this magazine possible!
We've made this magazine bilingual so our non-Bengali friends and neighbors can also experience the beauty of Bengali culture and traditions. Please share it freely with everyone in your community!
Let us know what you think about this new initiative — drop us an email or send us a message on Instagram with your feedback!

Team- Bong Tales From Bangalore
September 4th, 2025

@BongTalesFromBangalore

www.BongTales.co.in